তাহ্‌রীর ম্যাগাজিন

বর্ষ ০২ | সংখ্যা ০১ | জিলক্বদ ১৪৩৪ | সেপ্টেম্বর ২০১৩

মূল্য : ১০ টাকা

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ করাই সিরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের লক্ষ্য

www.khilafat.org

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্‌-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক:
https://www.facebook.com/ata.abualrashtah?ref=hl

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস:
www.hizb-ut-tahrir.info

সূচীপত্র :

■ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ করাই সিরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপের লক্ষ্য পৃষ্ঠা : ০১

■ সিরিয়ার গণজাগরণ কেন ভিন্ন?

গত ২৬ মাসে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা থেকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সিরিয়ার গণজাগরণ 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত অন্য সবগুলোর মত নয়, বরং এটি একটি অনন্য গণজাগরণ... পৃষ্ঠা : ০৩

■ দেশের জনগণ ও নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতৃত্বে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান

পৃষ্ঠা : ০৬

অন্যান্য :

- খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের কাছ থেকে নুসরাহ্ অর্জনের মাধ্যমে পৃষ্ঠা : ০৮
- মিসরে গণহত্যা : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বক্তব্য পৃষ্ঠা : ০৯
- জাকার্তায় আন্তর্জাতিক খিলাফত সম্মেলন পৃষ্ঠা : ১১
- সেমিনার: "রোহিঙ্গা মুসলিম নারী-শিশুদের রক্ষা করবে কে?" পৃষ্ঠা : ১১
- বিশ্ববাসীর উপর মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তি পৃষ্ঠা : ১২
- আফগান প্রশাসনে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসল পৃষ্ঠা : ১৩
- শোষণমূলক পুজিঁবাদী ব্যবস্থার অধীনে শ্রমিক অসন্তোষ কখনই বন্ধ হবে না পৃষ্ঠা : ১৪
- শাপলা চত্বরে হত্যাকান্ড : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বক্তব্য পৃষ্ঠা : ১৫
- যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারীত্ব সংলাপ পৃষ্ঠা : ১৬
- ইসলামে নারী শিক্ষার অধিকার পৃষ্ঠা : ১৭
- সিরিয়ায় রাসায়নিক হামলা : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিবাদ সমাবেশ পৃষ্ঠা : ১৯
- নাভিদ বাট-এর অপহরণ: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিবাদলিপি হস্তান্তর পৃষ্ঠা : ২০

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর

সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের ক্রমবর্ধমান হুমকি অপশক্তির পদধ্বনি

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ দালাল বাশারের বিকল্প তৈরি করাই এর লক্ষ্য

আসাদ সরকারের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরোধীতার অজুহাতে আমেরিকা এবং তার মিত্রদের কর্তৃক সামরিক অভিযানের প্রচারণা সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভিযানকে তারা "মানবতা ও নৈতিকতা রক্ষার" আবরণে ঢেকে রেখেছে অথচ তারা এসবের তোয়াক্কা করেনা। বাগ্রাম, গুয়ানতানামো এবং আবু গারিব কারাগারগুলোতে... আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়াসহ সকল কাফের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যুগ যুগ ধরে মানবিক এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পদদলিত করেছে...আর গুপ্তচরবৃত্তির কথা না হয় বাদই দিলাম! পারমাণবিক এবং জীবাণু অস্ত্রের অপব্যবহার, ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র এবং পৈশাচিক হত্যাকান্ডের প্রতিযোগিতায় তাদের কুখ্যাতি রয়েছে যার নিদর্শন হিরোশিমা-নাগাসাকি থেকে শুরু করে ইরাক এবং আফগানিস্তান, ককেশাস, মালি এবং চেচনিয়াসহ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে।

শিশু, নারী এবং বয়োবৃদ্ধদেরকে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে হত্যা করতে এই দেশগুলো, বিশেষতঃ আমেরিকাই বাশারকে সবচেয়ে সবুজতম সংকেতটি প্রদান করেছিল। এই সংকেত না পেলে যালিম বাশারের আল-গওতায় তা প্রয়োগের কোনো সাহস ছিলনা। আল-গওতার পূর্বেও সে সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং এমনকি আল-গওতার পরেও, যেমন সরকার কর্তৃক সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগের খবর আজও প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকা এবং তার সহযোগীদের জ্ঞাতসারে ও অনুমোদনে এসব সংঘটিত হয়েছে।

সুতরাং মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধের আবরণে ঢাকা এই সেনা অভিযান অত্যন্ত দুর্বল ও সুস্পষ্ট একটি মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

বিবেকবান, দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সুস্থ চিত্তের প্রতিটি মানুষের পক্ষে তা সহজে বোঝা সম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের মোড়ল আমেরিকা কর্তৃক ঘোষিত এই সেনাঅভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে চাপ সৃষ্টি করে সিরিয়ার সার্বিক পরিস্থিতির উপর আয়ত্ত প্রতিষ্ঠা করে মেয়াদোত্তীর্ণ দালাল বাশারের বিকল্প দালাল তৈরি করা। কারণ বাশার ও তার তল্পীবাহকদের বিকল্প হিসেবে সৃষ্ট ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং কোয়ালিশনকে তারা সিরিয়ার জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে পারেনি। তাদের ভয় সিরিয়ার জনগণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে কাফের ও মুনাফিকদের মূলোৎপাটন করবে। আর তাই আমেরিকা ও তার মিত্ররা কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় সামরিক হামলা চালিয়ে এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে চায়, তারপর সরকার ও কোয়ালিশনের মধ্যে সমঝোতাকে গতিশীল করে কম মন্দ চেহারার বাশারের অনুরূপ কোনো দালালকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চায়!

হে মুসলিমগণ, হে সিরিয়াবাসী, হে আশ-শামের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সংগ্রামরত জনগণ:

যেকোনো মূল্যে এই সামরিক অভিযান ও ধ্বংসযজ্ঞকে প্রতিহত করতে হবে। আপনাদের হাতে বাশারের পরাজয় প্রায় চূড়ান্ত! দ্বীন, জনগণ, জনগণের সম্মান ও সম্পদের রক্ষাকবজ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় আপনারা সফলতার দ্বারগোড়ায় পৌঁছে গেছেন। ইসলামী শাসনের আদি আবাসস্থল সিরিয়া হেদায়েতপ্রাপ্ত ও ন্যায়ের খোলাফায়ে রাশেদার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে, ইনশা'আল্লাহ্!

ধৈর্য্য ও অবিচলতা সহকারে যালিম ও যুলুমের মোকাবেলা করুন এবং জেনে রাখুন উদ্ধার অভিযানের অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের প্রবেশ করতে দেয়ার চেয়ে যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে নিজস্ব সক্ষমতায় তা চেষ্টা করা আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম! এটা উদ্ধার নয় আপনাদের জন্য নির্ঘাত আত্মঘাতি অভিযান!

"কিভাবে (তোমরা তাদের বিশ্বাস করো?)! যদি তারা তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক ও কৃত অঙ্গীকারের কোনো তোয়াক্কা করবে না; তারা মুখে তোমাদের তুষ্ট করে যখন তাদের অন্তর ভিন্ন ইচ্ছা পোষণ করে; তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" [সূরা আত্ তওবা : ০৮]

হে মুসলিমগণ, হে সিরিয়ার ভাইগণ, হে আশ-শামের অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সংগ্রামরত জনগণ:

আমাদের সমস্যা সমাধানে সাম্রাজ্যবাদী কাফের রাষ্ট্রগুলোর দ্বারস্ত হওয়া একটি গুরুতর ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও ঈমানদারগণের সাথে স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার শামীল। এর দ্বারা আপনারা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ভয়ানক ক্রোধে নিমজ্জিত হবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে বিশ্বাসীগণ, মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কী তা করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?" [সূরা আন্-নিসা : ১৪৪]

এবং রাসূল (সাঃ) বলেন:

"মুশরিকের আগুন হতে আলো আকাঙ্খা করোনা।" আনাসের বরাত দিয়ে আহ্মদ তা বর্ণনা করেছেন। এবং আল-বায়হাকিতে বর্ণিত আছে:

"মুশরিকদের আগুন হতে আলো আকাঙ্খা করোনা।"

...তাদের ভয় সিরিয়ার জনগণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করে কাফের ও মুনাফিকদের মূলোৎপাটন করবে। আর তাই আমেরিকা ও তার মিত্ররা কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় সামরিক হামলা চালিয়ে এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে চায়, তারপর সরকার ও কোয়ালিশনের মধ্যে সমঝোতাকে গতিশীল করে কম মন্দ চেহারার বাশারের অনুরূপ কোনো দালালকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চায়...

এবং একইভাবে আল-বুখারী তার তৃরিক আল-কাবি'র গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুশরিকদের আগুনকে তোমরা তোমাদের আলো বানিওনা। আগুন যুদ্ধের সমার্থক শব্দ এবং হাদিসটিতে রূপক অর্থে মুশরিকদের পাশে যুদ্ধ করা এবং পরামর্শ নেয়াকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং হাদিস অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করা সুস্পষ্ট নিষেধ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"আমরা মুশরিকদের ব্যবহার করিনা।" আহ্মাদ এবং আবু-দাউদ হতে বর্ণিত। সুতরাং আমাদের সমস্যা সমাধানে কাফেরদের সেনা অভিযানকে ব্যবহার করা, এমনকি পরামর্শ করাও একটি ভয়াবহ গুনাহ্ এবং কখনও সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়।

অথচ আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা প্রত্যক্ষ করছি একদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা সিরিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে অন্যদিকে মুসলিম শাসকেরা হাত গুটিয়ে কী হচ্ছে কী হবে সেই তামাশা দেখছে এবং অন্ধ-বধিরের মতো এমন আচরণ করছে যেন তারা সিরিয়ার জনগণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখতে ও শুনতে পায়না, যেন এসবই ঘটছে তাদের দৃষ্টিসীমার অনেক বাইরে। সুতরাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্যানুযায়ী এরা সিরিয়ার জনগণের রক্ষাকারী নয়:

"এবং দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে অবশ্যই তোমরা সাহায্য করবে।" [সূরা আনফাল : ৭২]

তাদের মধ্যে যদি একবিন্দু লজ্জা অবশিষ্ট থাকে তবে সিরিয়ার ভাইদের রক্ষায় এবং আশ-শামের এই যালিমের কবল থেকে তাদের উদ্ধারে

...০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সিরিয়ার গণজাগরণ কেন ভিন্ন?

গত ২৬ মাসে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা থেকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সিরিয়ার গণজাগরণ 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিত অন্য সবগুলোর মত নয়, বরং এটি একটি অনন্য গণজাগরণ।

বর্তমানকে অনুধাবন ও ভবিষ্যতের আশাবাদের জন্য অতীতের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সিরিয়ার গণজাগরণের বর্তমান বাস্তবতা ও অবস্থা বুঝতে একজন সক্ষম হবে না, যদি না সে সেই ইতিহাসকে অনুধাবন করে যা গণজাগরণ শুরু হওয়ার গতিপ্রকৃতিকে নির্ধারণ করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধ : বিভক্তি ও আধিপত্য বিস্তার

সর্বশেষ বৈধ ইসলামী রাষ্ট্র উসমানীয় খিলাফত প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর বিজয়ীরা, বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসলিম ভূমিসমূহ দখল করে নেয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাইলফলক এ কারণে যে, ইতিহাসে প্রথমবারের মত সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে এর প্রতিপক্ষ আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ইউরোপীয় শক্তিসমূহ মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং মুসলিম ভূমিসমূহকে 'বিভক্তি ও আধিপত্য বিস্তারকরণ' কৌশলের আওতায় বিভক্ত করে।

আল-শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)-কেও বিভক্ত করা হয়। সিরিয়া ও লেবাননকে দু'টি ভিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় যখন জর্ডান ও ফিলিস্তিনকে (যা পরবর্তীতে ইহুদীদের দ্বারা দখলকৃত) বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং নতুন জাতিরাষ্ট্রের পৃথক সীমান্ত রেখাসমূহ তৈরী করা হয়।

এ সময়টি ছিল একটি যুগের শেষ ও অন্য একটি যুগের শুরু। দু'টি বাস্তবতা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নতুন যুগকে পশ্চিমারা আজকে পর্যন্ত ধরে রেখেছে এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে যতদিন ধরে রাখা যায়। প্রথমটি হল শাসনব্যবস্থা হিসেবে শারী'আহ্‌'র অপসারণ এবং সাধারণভাবে মুসলিমদের উপর পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ আইনের প্রয়োগ, আর বিশেষতঃ সিরিয়া এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। দ্বিতীয়টি হল সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধিপত্য ও শোষণ অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একধরনের পরোক্ষ উপনিবেশবাদ জারি রাখা। নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য এগুলো ছিল কৌশলগত লক্ষ্য – যা ইসলামের উপর পশ্চিমাদের আধিপত্য ও স্বার্থকে সুনিশ্চিত করে। দালাল শাসকদের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে অথবা নতুন বিশ্বব্যবস্থার ধারক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং বিশ্বব্যাংক এর মাধ্যমে এ বাস্তবতা ধরে রাখা হয়।

সে কারণে ১৯৪৬ সালে সিরিয়া থেকে ফরাসি সৈন্য সরিয়ে নেয়া ও একই বছর তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণা করা খুব বেশি গুরুত্ব বহন করে না। কেননা, যদিও ফ্রান্স বাহ্যিকভাবে সিরিয়া পরিত্যাগ করে, কিন্তু চাপিয়ে দেয়া দালাল শাসকের মাধ্যমে সরাসরি প্রভাব বজায় রাখে।

সিরিয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা

১৯৪৬ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ প্রাধান্য বিস্তার ও স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থানের কারণে এ প্রতিযোগিতায় সিরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৭১ সালে আমেরিকার সমর্থন নিয়ে আসাদ পরিবার ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো মিলিটারী ক্যু এর মাধ্যমে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা চালায়। যদিও আসাদ পরিবারের শাসন আমলে পিতা-পুত্র উভয়ই ফাঁকা বুলির মত প্রচার করেছে যে, তারা 'ইসরাইল ও আমেরিকা বিরোধী', কিন্তু তাদের কথার সাথে কাজের ভিন্নতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারণে রাজনৈতিক অঙ্গনে আমাদের কখনওই কথা নয় বরং কর্মকান্ডকেই অধিকতর বিবেচিত বিষয় হিসেবে দেখা উচিত।

আসাদের শাসনামলের বাস্তবতা

আসাদ পরিবারের শাসনামলে সিরিয়া ছিল ভয়, নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। আসাদ সরকার বাথ পার্টি, গোয়েন্দা সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পুরো জাতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত। সরকার সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে নিষিদ্ধ করে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর দমন নিপীড়ন চালায় – বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনসমূহ যেমন:

ব্রাদারহুড ও **হিযবুত তাহ্‌রীর** দমন নিপীড়নের বেশী স্বীকার হয়। অব্যাহত ইসরাইলি আক্রমণ ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংযম অবলম্বন ও ফাঁকা বুলির মাধ্যমে কপট রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেও নিজের জাতির বিরুদ্ধে সামান্যতম অসন্তুষ্টি প্রকাশের কারণে দমন নিপীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে আসাদ সরকার ছিল বেশ তৎপর। ১৯৮২ সালে কুখ্যাত হামা গণহত্যার মাধ্যমে সিরিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে আসাদ সরকার সবচেয়ে পাশবিক আক্রমণটি চালায়, যেখানে ৪০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

আরব বসন্ত

আরব বিশ্বের সাধারণ জনগণের ফুঁসে উঠাই 'আরব বসন্ত' নামে পরিচিতি পেয়েছে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শ্লোগাণ ছিল, 'উম্মাহ্‌ এ শাসনের পতন চায়'। আর এটি থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমদের উপর যে বাস্তবতা চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে এ উম্মাহ বিদ্রোহ করেছে এবং তারা এর আমূল পরিবর্তন চায়। আরব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এ আন্দোলন এ অঞ্চলে পশ্চিমাদের কৌশলগত স্বার্থের প্রতি ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে পশ্চিমারা তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া ও ইয়েমেনে গণজাগরণের উত্তাল ঢেউ-এর লাগাম টেনে ধরে বসেছিল এবং দাবি করছিল তারাও সেসব দেশের জনগণের দাবির সাথে একমত পোষণ করে – যদিওবা তারাই (পশ্চিমারা) দশকের পর দশক ধরে অত্যাচারী শাসক ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলোকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। তারই ফলশ্রুতিতে পশ্চিমারা এসব গণআন্দোলনকে ছিনতাই করতে ও প্রাণান্তকর (?) প্রচেষ্টায় কিছু বাহ্যিক (কসমেটিক) পরিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। কিন্তু আজকে সেসব দেশে যা ঘটছে তা হল, অব্যাহত বিরাজমান সামাজিক অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টি – যা স্ব স্ব জাতিকে একথা ভাবতে বাধ্য করছে যে, তাদের বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি।

এখানে মূল কথা হল, পশ্চিমারা এসব গণআন্দোলনের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় যে, তা এ অঞ্চলে পশ্চিমাদের কৌশলগত স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলতে পারেনি। আর এটি করা হয়েছে কসমেটিক পরিবর্তন করার মাধ্যমে – যা কেবল সমস্যার উপসর্গকে টার্গেট করেছিল, মূল সমস্যাকে নয়। উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে আমরা মোবারক ও তার পুত্রদের সম্পদ এবং তার শাসনামলের দুর্নীতির ব্যাপারে জানতে পেরেছি। এর দ্বারা রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকারব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন নয়, বরং শুধু রাষ্ট্রপ্রধান তথা ব্যক্তি পরিবর্তনের দিকে জনগণের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত রাখা হয়।

...প্রকৃত অর্থে, ইসলামিক খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পর এই প্রথমবার মুসলিম বিশ্বের হাজার হাজার সাধারণ জনগণ খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। সিরিয়ার মুসলিমগণের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা পুরো বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে এবং পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের কাছে আসন্ন পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে...

সিরিয়ার গণ-জাগরণ

১৫ মার্চ ২০১১ তারিখে 'আরব বসন্ত'-এর ধাক্কা সিরিয়ায় পৌঁছে। অন্যান্য দেশের মত সিরিয়ার বিক্ষোভকারীরা আসাদ সরকারের নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির দাবি তোলে। আসাদ সরকারের নিপীড়নমূলক প্রকৃতি জানা থাকার কারণে কয়েক মাসের মধ্যে এ গণ-জাগরণ দমন করা যাবে-এ ব্যাপারে আমেরিকা আত্মবিশ্বাসী ছিল। ফলে সে সময় আমেরিকার কৌশল ছিল সিরিয়ার জাগরণকে পাত্তা না দেয়া এবং গণ-জাগরণকে দমন করার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে তার আজ্ঞাবহ দালাল আসাদকে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করার একের পর এক সুযোগ করে দেয়া।

তবে ঘটনা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়েছে এবং কয়েক মাস পর সিরীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের মধ্য থেকে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশ না মেনে পক্ষত্যাগ করা শুরু হল। এ প্রবণতা আরও এগিয়ে যায় এবং পক্ষত্যাগী সেনাসদস্যরা জাতিকে সরকারের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে Free Syrian Army (FSA) গড়ে তুলে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী পর্যায়ে অসংখ্য সশস্ত্র ব্রিগেড গঠিত হয়।

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ক্রমাগত সশস্ত্র ব্রিগেডগুলোর পক্ষে চলে যাওয়ায় এ ব্রিগেডগুলো সমর্থিত সাধারণ সিরীয়দের হাতে দালাল আসাদের পতন হতে পারে-এ হুমকি বুঝতে পেরে আমেরিকা এই উত্তাল গণ-জাগরণের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা শুরু করে। অন্যান্য 'আরব বসন্ত' এর দেশগুলোর মত গণজাগরণের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমেরিকা নতুন এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। সেকারণে আমেরিকা Syrian National Coalition (SNC) গঠন, অতঃপর অন্তঃবর্তীকালীন সরকার গঠন ও আসাদ পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য নেতৃত্ব উপহার দেয়ার জন্য বিরোধী ব্যক্তিত্ব তৈরিতে সহায়তা করা শুরু করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্টের সরে যাওয়ার পথকে সুগম করার জন্য আমেরিকা 'ইয়েমেনি সমাধান' এর দিকেও আহ্বান জানায়।

কিন্তু বাস্তবে মাঠে যা ঘটে তা আমেরিকা ও পশ্চিমাদের জন্য ভয়ঙ্কর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গণজাগরণ যতই এগুতে থাকল ততই সিরিয়ার জনগণ ও সশস্ত্র ব্রিগেডগুলোর শ্লোগাণ ও প্রকাশিত লক্ষ্য ক্রমাগতভাবে ইসলামিক প্রকৃতির হতে থাকল।

এটি সুস্পষ্ট হতে থাকল যে, সিরিয়ার মুসলিমগণ কেবল প্রেসিডেন্টের অপসারণ চান না। কেননা তা মূল সমস্যার উপসর্গ অর্থাৎ প্রতিদিনকার বঞ্চণা ও দুর্নীতি এর সমাধানকল্পে এটি একটি কসমেটিক পরিবর্তন। সে কারণে তারা পশ্চিমা প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং পশ্চিমা সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধীদলকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এটি সুস্পষ্ট হতে থাকল যে, সিরিয়ার মুসলিমদের দাবি তাদের আক্বীদা ও উচ্চ রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে উদ্ভূত। তারা অনুধাবন করতে পারল যে, মূল সমস্যা হল প্রথম মহাযুদ্ধের পর চাপিয়ে দেয়া পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা। আর তারপর থেকে যে সমস্যাসমূহ উদ্ভূত হয় তা ঐ মূল সমস্যার উপসর্গমাত্র। তারা আরও অনুধাবন করতে পারল যে, কেবলমাত্র ইসলামের মাধ্যমে তাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। সে কারণে দক্ষিণে দেরা, রাজধানী দামেস্ক, পশ্চিমে হোমস, উত্তরে আলেপ্পো ও ইদলিব, পূর্বে আল রাকাসহ পুরো সিরিয়াব্যাপী অসংখ্য বিক্ষোভকারী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানায়। প্রকৃত অর্থে, ইসলামী খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পর এই প্রথমবার মুসলিম বিশ্বের হাজার হাজার সাধারণ জনগণ খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায়।

সিরিয়ার মুসলিমগণের প্রতিরোধ ও দৃঢ়তা পুরো বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে এবং পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের কাছে আসন্ন পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হল, গণজাগরণ চলাকালীন সময়ে আসাদ সরকার কর্তৃক ভয়াবহ গণহত্যা ও জঘন্য বর্বর অপরাধ সংঘটিত করার পরও সিরিয়ার মুসলিমগণ এমন কোন রাজনৈতিক

সমাধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে – যা সরকার কাঠামোকে অক্ষত রেখে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করবে, হত্যাকান্ডের অবসান ঘটাবে।

সিরিয়ার গণজাগরণের ফলাফল যাতে কোনভাবেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে না যায় এবং সিরিয়াসহ পুরো অঞ্চলজুড়ে পশ্চিমা আধিপত্য খর্ব না হয় সে জন্য আমেরিকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। আসাদ সরকারকে সামরিক ও অবকাঠামোগতভাবে সাহায্য করতে এটি রাশিয়া ও ইরানের সাথে কাজ করছে এবং একই সময়ে তথাকথিত উগ্রবাদী শক্তিসমূহকে দুর্বল করতে সেলিম ইদরিসের নেতৃত্বাধীন মার্কিন সমর্থিত Supreme Military Council কে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। এছাড়াও সিরিয়ায় শেকড় রয়েছে এমন একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটানোর জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে এ প্রচেষ্টা পূর্বে SNC এবং অতি সম্প্রতি ঘাসান হিট্টুকে অন্তঃবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।

সিরীয় জাগরণের ভবিষ্যত

বিগত ২৬ মাসে কমপক্ষে এক লক্ষ সিরীয় নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। তবে সিরীয় মুসলিমগণ খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এ পথে আরও ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রয়োজন। তারা আরও বুঝতে পেরেছে যে, এ সংগ্রামের প্রকৃতি হল একদিকে মুসলিম উম্মাহ্‌ সত্যিকারের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং অন্যদিকে পশ্চিমাবিশ্ব মুসলিম বিশ্বে ব্যবস্থার পরিবর্তন নয় বরং চেহারার পরিবর্তন সুনিশ্চিত করতে চাচ্ছে যাতে করে মূল সমস্যা নয় বরং এর উপসর্গ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

আরব বিশ্বে সংঘটিত হওয়া অন্যান্য গণজাগরণের মত না হওয়ায় সিরীয় গণজাগরণ অনন্য – যা সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড়। নবী (সাঃ) আল শামের ভূমি ও এর অধিবাসীদের বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করেন – যেগুলোতে সে ভূমির রহমতপূর্ণ প্রকৃতি ও এর মুসলিমদের দৃঢ়তার কথা বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া মুসলিমদের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এই বিশেষ ভূমিতে ক্রুসেডার ও মঙ্গলদের পরাজিত করে মুসলিমগণ তাদের হৃত শাসনক্ষমতা ও পুনঃজাগরণ ফিরে পায়।

সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, শতাব্দীকালের উপনিবেশবাদ, লাঞ্ছণা এবং নিষ্ঠুরতাকে পেছনে ফেলে আল শামের মুসলিমগণ উম্মাহ্‌'র পুনঃজাগরণকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে পারবে তো?

আনাস আলওয়াহ্‌ওয়াহ্‌
মে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

...০২ পৃষ্ঠার পর থেকে

...ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকে নস্যাৎ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ দালাল বাশারের বিকল্প...

ব্যারাকে অবস্থানরত সেনাবাহিনীগুলোকে প্রেরণ করা তাদের কর্তব্য।

আল্লাহ্‌'র ইচ্ছায় সিরিয়ার জনগণ তাদের পারিপার্শ্বিক ইসলামী ভূ-খন্ডের ভাইদের সহায়তায় এই যালিম শাসককে অপসারণ করে ইসলামের কেন্দ্রস্থল আল-শামে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং এজন্য তাদের সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নাই। কারণ তাদের হস্তক্ষেপ মানেই ভিন্ন চেহারার একই দালাল শাসকের পুনরাবৃত্তি এবং আরো একবার ইসলামী শাসন দ্বারা আলোকিত হওয়ার সুযোগ থেকে সিরিয়াকে বঞ্চিত করে তাগুতের শাসন ফেরত দেয়া।

সাম্রাজ্যবাদী কাফেরেরা কোন ভূ-খন্ডকে দুর্নীতিগ্রস্ত, বিধ্বস্ত এবং তছনছ না করে প্রবেশ করেনি যার চিহ্ন এখনো বিরাজমান এবং এখনো মুছে যায়নি বরং তাদের বর্বরোচিত হস্তক্ষেপের সাক্ষী হয়ে আছে। এই সামরিক অভিযান এক মারাত্মক বিপর্যয় ও দুর্যোগের প্রতিধ্বনি। সুতরাং একে প্রতিহত করুন। তারা আপনাদেরকে উদ্ধার করবে এটা ভেবে তাদের দ্বারস্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকুন। নয়তো পরবর্তীতে এমন আক্ষেপ করবেন যে আক্ষেপ কোনোই কাজে আসবে না।

"বস্তুত অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের আপনি তাদের সহযোগিতায় সবচেয়ে অগ্রগামী পাবেন এই বলে যে: "আমরা দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করি"। কিন্তু সেদিন দূরে নয় যেদিন আল্লাহ্‌'র পক্ষ থেকে বিজয় অথবা চূড়ান্ত ফয়সালা প্রকাশিত হবে এবং স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে তারা অনুতপ্ত হবে।" [সূরা মায়িদাহ্‌ : ৫২]

"নিশ্চয়ই এতে (কুর'আনে) এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে সতর্কবার্তা রয়েছে।" [সূরা আম্বিয়া : ১০৬]

২১ শাওয়া'ল ১৪৩৪ হিজরী
২৮ আগষ্ট ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ

...১৯ পৃষ্ঠার পর থেকে

...দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে নৃশংস হত্যাকান্ড বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি...

গিয়ে পৌঁছায়? 'নিরাপদে' থাকা উম্মাহ্‌'র বাকি অংশের কী শুধু তখনই বোধদয় হবে যে – নেঁকড়ে ইতিমধ্যে তার বিভিন্ন অংশ খেয়ে ফেলেছে? আফসোস করে তখন তারা বলবে, "হায় আমরা যদি অত্যাচারী শাসক জোটের মোকাবেলার আহ্বান শুধুমাত্র শুনতাম, অনুসরণ করতাম এবং একত্রে অবস্থান গ্রহণ করতাম!"

হে ব্যারাকে অবস্থানরত মুসলিম সেনাবাহিনী:

আল্লাহ্‌'র গজব নাযিল হবে যদি আপনারা আশ-শামের জনগণের জন্য এগিয়ে না আসেন এবং তাদের সমর্থন না দেন। হে ক্ষমতা ও সামর্থ্যের অধিকারী মুসলিম উম্মাহ্‌'র সন্তানেরা, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ভয়ানক ক্রোধ ধেয়ে আসছে। যদি আপনাদের ভেতর বিন্দু পরিমাণ দায়িত্ববোধ থাকে এবং পরকালের অস্তিত্বের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং এরপরও যদি আমাদের মর্যাদার উৎস এবং নিরাপত্তা দানকারী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আমাদের সহায়তা না করেন তাহলে দুনিয়াতে আপনারা যেমন হেয় প্রতিপন্ন হবেন এবং ঠিক তেমনি আখিরাতে পতিত হবেন ভয়াবহ আযাবে! সুতরাং এমনভাবে এগিয়ে আসুন যা আপনাদেরকে আপনাদের রবের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবে এবং যাতে আপনারা সম্মান লাভ করতে পারেন...নতুবা আপনারা আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল (সাঃ), তাঁর ফেরেশতা এবং জনগণের ক্রোধে নিমজ্জিত হবেন।

"এবং যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে অবশ্যই তোমরা সাহায্য করবে।" [সূরা আল-আনফাল : ৭২]

হিসাম আল-বাবা
হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ সিরিয়া-এর মিডিয়া কার্যালয়ের প্রধান
২১ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
১৪ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরী

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

পবিত্র রমযান মাসে দেশের জনগণ ও নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতৃত্বে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আবারও রমযান মাস দেখার সৌভাগ্য দিয়েছেন। মহিমান্বিত এই রমযান মাস পবিত্র কুর'আন নাযিলের মাস, এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। পবিত্র এই মাসে আমরা, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, এদেশের ইসলামপ্রিয় জান্নাত প্রত্যাশী জনগণ ও সেনাঅফিসারদের প্রতি শয়তান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা আওয়ামী-বিএনপির শাসন প্রত্যাখ্যান এবং কুর'আন-সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছি। এখানে আমরা আওয়ামী-বিএনপির দুঃশাসন, দুর্নীতি ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করবো না। দেশের প্রতিটি মানুষ এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, এমনকি ভুক্তভোগী। বরং এখানে আমরা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ফরয দায়িত্বের ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুর'আন নাযিল করেছেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"নিশ্চয়ই, আমি আপনার নিকট সত্য সহকারে এই কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ্‌ প্রদর্শিত পথে মানুষকে শাসন করেন..." [আন-নিসা : ১০৫]

এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"... এবং যারা আল্লাহ্‌ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারাই যালিম।" [আল-মা'য়িদাহ্‌ : ৪৫]

সুতরাং, খিলাফত রাষ্ট্রের মাধ্যমে আল্লাহ্‌'র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত উপরের আয়াত ও এরকম অসংখ্য আয়াত মুসলিমদের এই দায়িত্ব পালনে অবহেলার কোনো অবকাশ দেয়নি। যদি তারা তা করে তাহলে তারা অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে, যদিও তারা নিয়মিত নামায-রোযা পালন করে।

খিলাফত মুসলিমদের জাহেলিয়াতের মৃত্যু হতে রক্ষা করবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি তার কাঁধে খলিফার প্রতি বাই'আত ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলো, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু।" (সহীহ্‌ মুসলিম)

খিলাফত মুসলিমদেরকে মার্কিন-বৃটেন-ভারত ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন,

"ইমাম (খলিফা) হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে থেকে তোমরা যুদ্ধ করো এবং নিজেদের আত্মরক্ষা করো।" (সহীহ্‌ মুসলিম)

এবং খিলাফত হচ্ছে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির একমাত্র নিশ্চয়তা। আল্লাহ্‌ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"এবং যদি সেই জনপদের লোকেরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমীনের সমস্ত নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম..." [আল-আ'রাফ : ৯৬]

এ পর্যায়ে আমরা আওয়ামী-বিএনপির যুলুম থেকে মুক্তি এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি জাতির সামনে তুলে ধরবো। নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী-বিএনপি শাসনের অবসান ঘটবে না। দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী এবং সেসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবি যারা জনগণকে প্রতারিত করছে, তারাই দাবি করে যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনই হচ্ছে এই কুফর ব্যবস্থা পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি ও বৈধ পদ্ধতি। এমনকি তারা এটাও দাবি করে যে জনগণ ও সেনাবাহিনীর কর্তব্য হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও নিশ্চয়তা দেয়া! যদি জনগণ পরিবর্তন চায় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে ব্যালট পেপারে সীল মারা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। ইসলামী দলগুলোও এই মিথ্যাচার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তারা বিশ্বাস করে, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো প্রকৃত পরিবর্তন অর্জিত হয় না; বরং, তা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলোকে পালাক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। নির্বাচনের মাধ্যমে হয় দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ না হয় দুর্নীতিবাজ বিএনপিই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচন কেবলমাত্র দুর্নীতিবাজদেরই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের ভাগ্যে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সুন্নাহ্‌ অনুসরণ করতে হবে। তিনি (সাঃ) প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্বাচনী পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নির্বাচন ছিল খলিফা নিয়োগের একটি প্রক্রিয়া মাত্র, যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর চালু হয় এবং তা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত। কিন্তু নির্বাচন কখনোই কুফর শাসনের

অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.), ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৎকালীন কুরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থার পক্ষে জনসমর্থন অর্জন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সামরিক ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন গোত্র ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) চান। যখন তিনি (সাঃ) মদিনার সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আনসারগণের (রা.) নুসরাহ্ লাভ করলেন, তখন তিনি (সাঃ) রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হন। এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নাহ্। দেশের নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ কর্তৃক বর্তমান সরকারকে অপসারণ করা এবং সেসব একনিষ্ঠ, নিষ্ঠাবান ও সচেতন রাজনীতিক যারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে তাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করাই রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত সুন্নাহ্।

এটাই হচ্ছে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর অনুসৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কুফর শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী আওয়ামী-বিএনপি শাসন পরিবর্তন এবং ইসলামিক শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যখন জনগণ ও নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ এই মহান কাজে হিযব্-এর সাথে হাত মেলাবেন, তখন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জাতি দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। যখন হিযব্-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং হিযব্-এর নেতৃত্বে জনগণ ও নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদের প্রচেষ্টা যুক্ত হবে, তখন সরকারের পতন ও খিলাফতের প্রত্যাবর্তন হবে সময়ের ব্যাপার মাত্র, ইনশা'আল্লাহ্। **হিযবুত তাহ্‌রীর,** খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই দ্রুত ইসলামী শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **১৯২**টি ধারা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংবিধানসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছে।

...যদি আপনারা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আনসার হন, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের আনসার সাহাবীদের (রা.) মতো একইভাবে পুরষ্কৃত করবেন, ইনশা'আল্লাহ্...

খিলাফত প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা এবং তা প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদ্ধতি স্পষ্ট করার পর এখন জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান :

১. আওয়ামী-বিএনপির শাসন এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করুন। তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিন। আবারও ভোট দিয়ে তাদের উভয়ের একটিকে ক্ষমতায় আনার জন্যে নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। এতে আপনাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না বরং দুর্দশা আরও দীর্ঘায়িত হবে; ভুলে যাবেন না, গত দুই দশক ধরে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা দেশ শাসনের ফলে প্রতিটি সরকারই তার পূর্বের সরকারের তুলনায় দেশকে আরও করুণ অবস্থায় নিয়ে গেছে।

২. হাসিনা সরকার এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিযবুত তাহ্‌রীর এর সাথে যোগদান করেন।

৩. আপনাদের বাবা-চাচা, ভাই-সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে যারা সামরিক অফিসার তাদের নিকট হাসিনা সরকার ও বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করে কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা দেশ শাসনের লক্ষ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

এবং নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের প্রতি আমাদের আহ্বান :

১. মুসলিম হিসেবে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অন্য যে কোন মুসলিমের চেয়ে আপনাদের কোন অংশে কম নয় বরং অনেক বেশী, কারণ আপনাদের হাতে রয়েছে শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের হাতিয়ার অর্থাৎ সামরিক ক্ষমতা।

২. জনগণ ও দেশের স্বার্থরক্ষার যে শপথ আপনারা নিয়েছেন তা পূর্ণ করতে হবে। অত্যাচারী এবং জনগণের শত্রুদের সেবক কোন যালিমকে পাহারা দেয়ার শপথ আপনারা নেননি। সুতরাং, সেনাহত্যাকারী, আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম হত্যাকারী হাসিনার রক্ষাকারী রক্ষক হবেন না।

৩. খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণ করে আনসারদের ভূমিকা পালন করতে হবে। আনসারগণের (রা.) সহায়তায়, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদিনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা **১৩৪২** হিজরী (**১৯২৪** খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত চলমান ছিল। যদি আপনারা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আনসার হন, তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের আনসার সাহাবীদের (রা.) মতো একইভাবে পুরষ্কৃত করবেন, ইনশা'আল্লাহ্। সুতরাং, এই মূহুর্তে আপনারা হাসিনা সরকারকে অপসারণ করুন এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

সকল মুসলিম তথা দেশবাসী ও নিষ্ঠাবান অফিসারদেরকে ইসলাম প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য আখিরাতে কঠিন জবাবদিহিতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পুরষ্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা আমাদের এই আহ্বান শেষ করতে চাই। সুতরাং, যেভাবে আপনারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশে সাড়া দিয়ে রমযানের রোযা পালন করছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নির্দেশে সাড়া দিয়ে বর্তমান সরকার ও শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করুন।

((كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ * يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي))

"...যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এবং আপনার রব ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন। এবং জাহান্নামকে সামনে আনা হবে, সেদিন প্রতিটি মানুষই স্মরণ করবে, কিন্তু তার এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! যদি আামি এ জীবনের জন্যে অগ্রে কিছু প্রেরণ করতাম!' সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিবে না। এবং তাঁর মতো কেউ শৃঙ্খলিতও করবে না। (মু'মিনদের বলা হবে), 'হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রবের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে! অতঃপর আমার সম্মানিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'।" [সূরা আল-ফাজ্‌র : ২১-৩০]

২৯ শা'বান, ১৪৩৪ হিজরী
৮ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্‌ পাকিস্তান

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের কাছ থেকে নুসরাহ্‌ অর্জনের মাধ্যমে

কায়ানি-নেওয়াজ শরিফ এবং তাদের পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠির চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং অবমাননাকর পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকে ভালভাবে অবগত। শুধু অবগত নয় বরং আমরা দীর্ঘদিন ধরে এর ভুক্তভোগী। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সর্বশেষ যে তিনটি সরকার এসেছে, তারা ক্যু এর মাধ্যমে আসা তাদের পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতোই দুর্নীতিগ্রস্থ সুতরাং এখন পাকিস্তানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টি হচ্ছে – কিভাবে একটি সত্যিকারের পরিবর্তন সম্ভব? কিভাবে আমরা নিষ্ঠাবান শাসকদের পেতে পারি, যারা শাসন করবেন ইসলাম দ্বারা? কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত আমাদের অধিকার সমূহ ফিরে পেতে পারি? এবং কিভাবে আমরা এই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারি, যেন মুক্তি আরো প্রলম্বিত না হয়?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই ব্যবস্থার পরিবর্তন, যা দুর্নীতিবাজ শাসক তৈরীর কারখানা, কোন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয়, এমনকি আমরা যদি আরো সত্তর বছর অপেক্ষা করি তবুও। এই ধরনের শাসক এবং তাদের ওয়াশিংটনের প্রভুরা জনগণকে এই বলে ধোকা দেয় যে গণতন্ত্রই হচ্ছে পরিবর্তনের একমাত্র উপায়। পশ্চিমারা এবং তাদের দালালরা দাবি করে যে জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী উভয়ের দায়িত্ব হচ্ছে গণতন্ত্রকে সুসংহত করা যদিও গণতন্ত্র নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করে। এভাবে তারা পাকিস্তানের মুসলিমগণকে পশ্চিমা সমর্থিত স্বৈরশাসনের ফাঁদ থেকে মুক্তির জন্য পশ্চিমাদের পাতা আরেকটি ফাঁদ গণতন্ত্রের দিকে আহ্বান জানায়, যেভাবে তারা আহ্বান জানিয়েছে মিশর, তুরস্ক এবং সর্বত্র।

হে পাকিস্তানের মুসলিমগণ,

আমাদের অবশ্যই আমাদের শত্রুদের মিথ্যাচারকে বর্জন করতে হবে এবং বর্তমান দুর্দশা এবং হতাশা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, ইসলাম এর অনুমোদন দেয় যে উম্মাহ'র শাসকরা নির্বাচিত হবেন আমাদের সম্মতি ও পছন্দের ভিত্তিতে। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদিন নিযুক্ত হয়েছিলেন নির্বাচনের ভিত্তিতে। কিন্তু ইসলাম সেই সকল শাসকদেরই অনুমোদন দিয়েছে যারা ইসলামের শারী'আহ্‌ দিয়ে শাসন করবে, গণতন্ত্রের কুফর দ্বারা নয়। আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহনের কাফেরদের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কাফেররা তাঁকে তাদের সংসদ দারুল নাদওয়ার সদস্য, এমনকি প্রধান হবার প্রস্তাব দিয়েছিল। অথচ রাসূল (সাঃ) তাদের কুফর ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের প্রস্তাবকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কেননা তা ছিল আল্লাহ্‌'র বিধান বহির্ভূত তাগুতের শাসন, যার আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে গণতন্ত্র। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে সেই সব বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তারা (বিরোধপূর্ণ বিষয়ের) মিমাংসার জন্য তাগুতের শরণাপন্ন হতে চায়, অথচ তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"** [সূরা আন-নিসা : ৬০]

এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ক্ষমতা গ্রহণের বিনিময়ে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি শর্তও মেনে নেননি। যখন বানু আমের বিন সা'সাহ্‌ গোত্র রাসূলুল্লাহ্‌'র (সাঃ) পরে শাসন কর্তৃত্ব তাদের জন্য নির্ধারিত করে দেয়ার প্রস্তাব দেয় তখন তিনি (সাঃ) তা দৃঢ়তার সাথে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, **"শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌'র পক্ষ হতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।"** সুতরাং তাদের ব্যাপারে কি বলা যায় যারা পুরোটা না হলেও ইসলামের বেশিরভাগই বিসর্জন দেয় শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সংসদে বা মন্ত্রণালয়ে অংশগ্রহণের বিনিময়ে? অবশ্যই রাসূলের (সাঃ) উদাহরণ পাকিস্তান, মিশর, তুরস্ক এবং অন্যান্য স্থানের সেই সব বিভ্রান্ত মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় যারা এখনও পশ্চিমাদের গণতন্ত্রের ফাঁদে ঝাঁপ দেয়ার জন্য ছুটে যান এবং একই সাথে দাবি করেন যে তারা ইসলাম, এর শারী'আহ্‌ এবং খিলাফাত বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন।

এভাবে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কুফর ব্যবস্থাকে অপসারণের উদ্দেশ্যে এতে অংশগ্রহণ করেননি যদিও তাকে এর প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। এবং তিনি (সাঃ) ক্ষমতা গ্রহণ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আপোষমূলক একটি শর্তও মেনে নিতে বলা হয়েছিল। বরং তিনি (সাঃ) কুফরের শাসনকে অপসারণের জন্য সমাজের ভিতর এর সমর্থনকে ধ্বংস করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সাহসিকতার সাথে কুফর ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান এবং স্পষ্টভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর মাধ্যমে কুফর ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থনকে নির্মূল করেছেন। এছাড়াও তিনি (সাঃ) এই কুফর ব্যবস্থার প্রতি একে নিরাপত্তা দানকারী সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের সমর্থনকেও ধ্বংস করেছেন। তিনি (সাঃ) ব্যক্তিগত ভাবে আগুন ও লোহার অধিকারী, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের প্রতি দ্বীনকে নুসরাহ্‌ প্রদান (সহায়তা) করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি (সাঃ) দূরে এবং কাছে সর্বত্র গমন করেছিলেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ্‌'র সন্ধানে। তিনি (সাঃ) সূক্ষভাবে তাদের শক্তি, সামর্থ্য এবং সামরিক সক্ষমতার খোঁজ নিয়েছিলেন। তিনি (সাঃ) প্রশ্ন করেছিলেন, **"তোমদের ক্বওমের শক্তি কতটুকু?"** এবং তিনি (সাঃ) খুব দুর্বল, যারা ইসলামকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষায় সক্ষম নয়, তাদের বর্জন করেছিলেন। এভাবে তিনি (সাঃ) অনেকগুলো গোত্রের সাথে মিলিত হয়েছিলেন, যেমন বানু কালব, বানু হানিফা, বানু আমর বিন সা'সাহ, বানু কিন্দা এবং বানু শাইবান। তিনি (সাঃ)

...১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্‌ মিশর

সামরিক নেতারা মিসরে গণহত্যা চালাচ্ছে; আর এ জঘন্য গণহত্যার অপরাধ তাদের ললাটে কলঙ্কের দাগ হয়ে থাকবে

মিসরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে সম্প্রতি রাবা আল আদাইয়া ও নাহদা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহতের সংখ্যা ৬৩৮ জনে পৌঁছেছে আর এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

২৬ জন নিহতের মধ্যে রয়েছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ যাদের অধিকাংশই মাথা ও বুকে আঘাত প্রাপ্ত এবং তাদের তাঁবুগুলো আগুনে পুড়ে যাওয়ায় সেখান বেশকিছু অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে।

নিরাপত্তা বাহিনী রাবা আল আদাইয়ার একটি অস্থায়ী হাসপাতালে আগুন ধরিয়ে দেয় যেখানে বহু মৃতদেহ পড়ে ছিল ও আহত লোকজন চিকিৎসারত ছিল। তারা হীন এ অপকর্ম করেছে যাতে তারা তাদের ব্যাপক হত্যাকান্ডের প্রমাণাদি মুছে ফেলতে পারে।

সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা ও তাদের দোসরদের এ চরম বর্বরতা এটা প্রমাণ করে যে তারা ইসলামী রাজনীতি ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণকে কতটা ঘৃণা করে! এমনকি একটি মৃতদেহকে নূন্যতম যে সম্মান দিতে হয় তাও তারা লঙ্ঘন করেছে।

মিসরের মুসলিম উম্মাহকে অত্যাচারে তাদের যে সার্বক্ষনিক প্রস্তুতি, উম্মাহ্‌'র রক্তে রক্তস্নান করার জন্য আক্রমণে তাদের ক্ষীপ্রতা আমাদেরকে ইসরাঈলী ইহুদীদের সেইসব ধ্বংসযজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন তারা ফিলিস্তিনে নিরীহ মুসলিমদের হত্যায় মেতে উঠে।

এ বর্বর গণহত্যার পর অন্তঃবর্তী সরকার এক মাসের জরুরী অবস্থা জারী করেছে যাতে তারা আন্দোলনকারীদের দমন করে তাদেরকে আমেরিকার পুতুল জেনারেল আস সিসির অত্যাচারী শাসন মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। মুরসি সরকারের প্রতি সমর্থন উঠিয়ে নেয়ার পর আমেরিকা তার এ হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

মুবারকের বিরুদ্ধে ২৫ জানুয়ারীর বিপ্লব ১৮ দিন স্থায়ী হয় যেখানে আনুমানিক ৩৬৫ জন লোক নিহত হয়। কিন্তু এ সামরিক সরকার মাত্র একদিনেই দ্বিগুন সংখ্যক মুসলিমকে হত্যা করে। তাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ আমাদেরকে অত্যাচারী মুবারক শাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে মুবারক তার জনগণ, বিশেষতঃ ইসলামপ্রিয় জনগণের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতো।

এখন এ সামরিক সরকার তাদের অভ্যুত্থানকে সফল করার লক্ষ্যে ঠান্ডা মাথায় খুন ও রক্তপিপাসায় মেতে উঠেছে। এ সামরিক সরকার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে অথচ উম্মাহ্‌'র চরম শত্রু ইহুদী ও তাদের দোসরদের প্রতি বিনয়ে গদগদ হয়ে মাথানত করে। এমনকি মুসলিম নিধনে ইহুদীদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

মিসরের সামরিক নেতারা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অথচ তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইসরাঈলে এ অঞ্চলের প্রকৃত সন্ত্রাসী ইহুদীরা নিরাপদে অবস্থান করছে। কিভাবে এ বিশ্বাসঘাতক নেতারা, মন্ত্রি পরিষদ ও মেসপারো মিসরের জনগণের জন্য বিজয় নিয়ে আসবে যখন তারা নিজেরাই ভয়াবহ গণহত্যার মূল হোতা। এরা তো নৃসংশ খুনী! তাদের সবাইকে অবশ্যই এ দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠিন জবাবদিহীতার মুখোমুখী করা হবে। কেননা তারাই তো আমেরিকার দাসত্ব গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। যার ফলে তারা নিরীহ মুসলিম উম্মাহ্‌'কে হত্যা করছে।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"** [সূরা আন্‌-নিসা : ৯৩]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, **"আল্লাহ্‌'র নিকট একজন মুসলিমকে হত্যা করা সমস্ত দুনিয়াকে ধ্বংস করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।"** (তিরমিযী, নাসায়ী)

সামরিক অভ্যুত্থানের নেতারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্লোগাণকে বেছে নিয়েছে। আর ব্রাদারহুডকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে।

কিন্তু মিসরে ইসলামের শিকড় অত্যন্ত সুগভীর। ইসলামকে এ ভূমি থেকে উৎখাত করা তাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। বরং এ ভূমিতে সকল দালালদের কবর রচিত হবে। আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত এ কুফর সরকারের অচিরেই পতন ঘটবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র রহমতে মিসরের ভূমিতে ইসলাম ও খিলাফতের সূর্য উদিত হবে।

হে মিসরের মুসলিম বিপ্লবীরা!

তোমরা ঘোষণা কর যে, "ইসলাম! ইসলাম! সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌'র জন্য।" ইসলামে কোন গণতন্ত্র নেই, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নেই, নেই কুফরের সাথে ক্ষমতার কোন ভাগাভাগী। আমাদের এখন বুঝা উচিৎ যে, বিজয় ও মর্যাদার একমাত্র পদ্ধতি হলো আল্লাহ্‌'র হুকুমকে যথাযথভাবে মেনে নেয়া। বিজয় আসবে তখনই যখন আমরা খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করবো। খিলাফতই হলো ইসলামের প্রকৃত শাসন, মুসলিম উম্মাহ্‌'র ঐক্যের প্রতীক, মুসলিম ভূখন্ড থেকে কাফির মুশরিকদের উৎখাতের হাতিয়ার এবং সমগ্র মানব জাতির কাছে হেদায়েত ও শান্তির বাণী

পৌঁছানোর মাধ্যম। খিলাফত ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন আমাদের সকল আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে।

হে মিসরের নিষ্ঠাবান সেনা অফিসারগণ!

আপনারা কিভাবে নিজেদের ভাই-বোন, পিতা-মাতা ও সন্তানদের হত্যায় মেতে উঠেছেন?! যে নেতৃত্ব আপনাদেরকে নিজেদের লোকজনকে হত্যা করার হুকুম দেয়, তাদের কথা আপনারা কেন মেনে নিচ্ছেন? আপনদের এ নেতারা দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং আমেরিকার ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। আর অত্যাচারী ও ধূর্ত রাষ্ট্র আমেরিকা তো মুসলিম উম্মাহ্‌'র জঘন্যতম শত্রু। আল্লাহ্‌'র কসম!

আপনারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী, যদি আপনারা একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)কে মেনে নেন। আপনারাই ইসলামের রক্ষাকর্তা হবেন যখন আপনারা মুসলিমদের রক্তপাত বন্ধ করবেন। সুতরাং আপনারা আপনাদের নেতৃবৃন্দের হুকুম অমান্য করুন যখন তারা আপনাদের মুসলিম ভাইদের হত্যার আদেশ দেয় কেননা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর কতকাল আপনারা চুপ করে থাকবেন?! অত্যাচারীর হাত চেপে ধরে তাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। অন্যথায় আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদেরকেও খুনীদের সাথে কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত করবেন।

বর্তমান এ জালিম সামরিক শাসককে তার সকল সহযোগী ও মিত্রসহ সমূলে উৎপাটন করুন। তারপর একইসাথে সম্পূর্ণ ইসলামকে বাস্তবায়ন করুন। মদিনার আনসারদের মত পদক্ষেপ নিয়ে ইসলামকে সাহায্য করুন।

আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর,** আপনাদেরকে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় নুসরাহ্‌ প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারাই তো সেই সামরিক শক্তি যাদের উপর আল্লাহ্‌ এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন। বিজয় আপনাদের হাতেই যদি আপনারা আল্লাহ্‌'র প্রতি অন্তরিক হন।

সুতরাং অবিলম্বে রাসূলের (সাঃ) পদ্ধতি অবলম্বনে খিলাফতের অধীনে পৃথিবী বিজয়ের দিকে ছুটে আসুন। আর আখিরাতে আল্লাহ্‌'র সন্তুষ্টি ও অফুরন্ত নেয়ামত আপনাদের জন্য অপেক্ষমান।

"তারা তাদের মাথা ঝাঁকিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কখন বিজয় আসবে? হে নবী! আপনি বলুন, বিজয় অতি সন্নিকটে।" [সূরা বনী-ঈসরাইল : ৫১]

০৮ শাওয়াল, ১৪৩৪ হিজরী
১৫ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

...০৮ পৃষ্ঠার পর থেকে

...খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের কাছ থেকে নুসরাহ্‌ অর্জনের মাধ্যমে...

ধৈর্য্যের সাথে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে গিয়েছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ মদীনার আনসারদের একটি ছোট কিন্তু নিষ্ঠাবান এবং সাহসী বাহিনীর মাধ্যমে নুসরাহ্‌ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং ইসলামের জন্য নুসরাহ্‌ রাসূলের অনুসৃত পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি হুকুম, যা বিধ্বস্ত এবং বিভক্ত ইয়াসরিবকে ইসলামের শক্তিশালী আলোকবর্তিকা মদীনা আল মুনাওয়ারায় পরিণত করেছিল।

হে পাকিস্তানের মুসলিমগণ,

হিযবুত তাহ্‌রীর আজ আপনাদের মাঝে রাসূলের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। এর শাবাবগণ (নেতা-কর্মীগণ) কুফরের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে চলেছে এবং ইসলাম ও খিলাফতকে সমর্থন দানের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর** এর আমির, বিশিষ্ট আলেম এবং রাজনীতিবিদ শেখ আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতা দিন-রাত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নুসরাহ্‌ সন্ধান করে যাচ্ছেন। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে **হিযবুত তাহ্‌রীর** এর সাথে যোগদান করা এবং রাসূলের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান জুলুমের শাসনের অবসান ঘটাতে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা। আহমেদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, **"...তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। তারপর আল্লাহ্‌ এর সমাপ্তি ঘটাবেন। এবং তারপর আসবে খিলাফত নবুওয়্যতের আদলে। তারপর তিনি নিরব রইলেন।"**

হে সশস্ত্র বাহিনীর মুসলিমগণ, হে নুসরাহ্‌'র অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, হে আজকের আনসারগণ!

রাসূলের অনুসৃত পদ্ধতি এর অনুসারীদের কাছ থেকে নুসরাহ্‌ দাবি করে, যার মধ্যে রয়েছেন আপনারা প্রত্যেকে। আপনাদের সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, পিতা-মাতা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং আপনাদের দায়িত্ব পালনের প্রত্যাশা করছে। নুসরাহ্‌ আপনাদের বিষয় এবং এটিই উপযুক্ত সময়, সুতরাং আল্লাহ্‌'র প্রতি আপনাদের দ্বায়িত্ব পালন করুন যেন আপনারা সফল হতে পারেন। পতিত কুফর গণতন্ত্র যা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, তাকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে আপনাদের জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজ শপথ লজ্ঞনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কায়ানী, শরিফ এবং তাদের অনুসারীগণ, যারা আমাদের নেতৃত্বকে কলুষিত করেছে তাদের মত আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ প্রদানের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্‌'র (সাঃ) এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনকে নিশ্চিত করুন। এভাবে কুফর এবং তার অনুসারীদের উপর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে আপনারা এবং মুমিনগণ উল্লাসিত হবেন,

"যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবেনা। আর যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্‌'র উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।" [সূরা আ'লি ইমরান : ১৬০]

২৯ রমযান, ১৪৩৪ হিজরী
০৭ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহরীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস

জাকার্তায় আন্তর্জাতিক খিলাফত সম্মেলন: 'খিলাফতের পক্ষে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন'

হিযবুত তাহ্‌রীর ইন্দোনেশিয়া, কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃক খিলাফত ধ্বংসের ৯২ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে, জাকার্তায় আন্তর্জাতিক খিলাফত সম্মেলন আয়োজন করে যেখানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। এই সম্মেলনের শিরোনাম ছিল 'খিলাফতের পক্ষে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন'। এই সম্মেলনে সারা বিশ্ব – ইন্দোনেশিয়া, মিশর, তিউনিশিয়া, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন, পাকিস্তান, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেন থেকে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃবৃন্দগণ অংশগ্রহণ করেন। তারা মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বক্তব্য প্রদান করেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের পরিচালক তার বক্তব্যে বৈশ্বিক পরিবর্তনের নানা দিক তুলে ধরেন। সমাজতন্ত্রের পতন ও তৎপরবর্তী পুঁজিবাদী সভ্যতার ভ্রান্তি সমূহের প্রকাশ লাভ, যে সভ্যতা বিশ্ব মানব সম্প্রদায়কে পশুর পর্যায়ে অধঃপতিত করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেলের দেউলিয়াত্ব, যার প্রমাণ একটির পর একটি অর্থনৈতিক সংকট। পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রের মুখোশ উম্মোচন, যার স্বাক্ষী আবু গারিব, গুয়েন্তানামো বে ও বাগরাম কারাগারের নির্যাতন। অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহ্‌'র জাগরণ পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি বিকৃত আকর্ষণ ও এর প্রতারণার দিন শেষ হয়ে এসেছে। উম্মাহ নিষ্ঠাবানদের ডাকে সাড়া দিয়ে খিলাফত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাকার্তার এই মহাসম্মেলন এর সাক্ষী। এছাড়া, পশ্চিমা উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক ও নিরাপত্তা অফিসারদের সতর্কবার্তা নির্দেশ করে যে খিলাফত ব্যবস্থা আসন্ন।

পরিশেষে তিনি বলেন, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, দলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে থেকে উম্মাহকে পশ্চিমা আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে আসছে এবং দলের বর্তমান আমির ও প্রখ্যাত রাজনীতিক আতা আবু রাশতার নেতৃত্বে খিলাফত বাস্তাবায়নে বদ্ধ পরিকর। আমরা শীঘ্রই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী, কেনানা রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"এর পরে আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে।"

ওসমান বাকাস
পরিচালক, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস
২৯ রজব ১৪৩৪ হিজরী
০৮-০৬-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস

হিযবুত তাহ্‌রীর রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভোগান্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস, **হিযবুত তাহ্‌রীর** মালয়েশিয়ার সমন্বয়ে আজ (৭ জুলাই, ২০১৩), "১ বছর অতিবাহিত, রোহিঙ্গা মুসলিম নারী-শিশুদের রক্ষা করবে কে?" শিরোনামে এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে নারী-শিশুসহ মায়ানমারের লক্ষ লক্ষ রাখাইন জনগোষ্ঠির ভোগান্তি-নিপিড়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই নিরপরাধ ও অসহায় মুসলিমদের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্যাতনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যেখানে তাদেরকে মায়ানমারের নিরাপত্তাবাহিনী সহায়তা দিয়ে আসছে। তাদের উপর এই অমানুষিক নির্যাতনের ইতিহাসের কারণে তাদেরকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজকে অনুষ্ঠিত এই সেমিনার ছিলো **হিযবুত তাহ্‌রীর**- এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস মহিলা সদস্যদের কর্তৃক বিশ্বব্যাপী চলমান কর্মসূচীর অংশ। এই সেমিনারে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতামত প্রদানকারী মহিলা ও আন্তর্জাতিক বক্তাগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন:

১. রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের দুর্ভোগ জাতিগত হত্যার পরিকল্পিত ও নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনার অংশ যা অরক্ষিত ও রাষ্ট্রহীন এই নাগরিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। রাখাইন মুসলিম নারী এবং শিশুরা বিশেষভাবে আক্রমণের শিকার। পুরো গ্রামসহ সকল জনগণকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়ার সুনির্দিষ্ট রেকর্ডকৃত প্রমাণ রয়েছে, যেখানে ধর্ষণ ব্যবহৃত হচ্ছে যুদ্ধ ও ধ্বংসের একটি হাতিয়ার হিসেবে।

২. সংখ্যালঘুদের অধিকার ও রক্তের নিরাপত্তা দানে গণতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক আইন ব্যর্থ হয়েছে, যেহেতু জাতীয়তাবাদ নাগরিকত্বের ধারণাকে বিকৃত করে ফেলেছে। মায়ানমারের সরকার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের নামে অনেক পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে যা রাখাইন মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়াসমূহ মায়ানমার সরকারের কর্মকান্ডের প্রতি প্রতিনিয়ত অন্ধভাবে সমর্থন করছে কেননা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে তারা ন্যায়বিচার ও নৈতিক দায়বদ্ধতার উপরে স্থান দিয়েছে।

৩. পশ্চিমা সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে সমাধান নিয়ে এসেছে তা সংখ্যালঘুদের ভোগান্তি আরো বাড়িয়েছে। কেননা তারা জীবন বাঁচাতে যখন পালাতে গিয়েছে, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে নরঘাতকদের কাছে ফিরে যেতে অথবা তাদেরকে ক্যাম্পে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে বছরের পর বছর শুধু

...১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস

বিশ্ববাসীর উপর গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করে আমেরিকা পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে

গত সপ্তাহে সি.আই.এ (central intelligence agency) এবং এন.এস.এ (national security agency) এর সাবেক পরামর্শক এডওয়ার্ড স্নোডেন কর্তৃক ফাঁস করা তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে আমেরিকা সারা বিশ্বের সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত ইমেইল, ছবি, ফোনালাপ এবং তাদের পাঠানো ক্ষুদ্র বার্তার (SMS) উপর গোপন নজরদারি করার জন্য প্রিজম (PRISM) নামে একটি গোপন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের এই ঘৃণ্য কর্মসূচির জন্য আমেরিকা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে কঠিন প্রতিবাদের মুখে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী আমেরিকার নানা অপকর্মের দোসর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর জাস্টিস কমিশনার আমেরিকার এ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠায়, যেখানে সে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাবি করে। তাছারা চীনও আমেরিকার এই ঘৃণ্য দ্বিমুখী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। চীনের একটি জাতীয় দৈনিক (The China Daily) চীনের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক লী হেইডং (Li Haidong) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, "দীর্ঘদিন যাবত আমেরিকা চীনকে ইন্টারনেট ভিত্তিক গুপ্তচরবৃত্তির জন্য দায়ী করে আসছে। কিন্তু এখন এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো এই আমেরিকা সরকারের লাগামহীন ক্ষমতা।"

প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্বভাবসুলভভাবেই এই কর্মসূচির পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছে বিশ্ববাসীর উপর নজরদারি করার অধিকার তার সরকারের রয়েছে, কারণ আমেরিকার জনগণকে সন্ত্রাসবাদের হুমকি থেকে রক্ষা করা তার সরকারের দায়িত্ব। ওবামার এই বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে আমেরিকার তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' কোন কিছুই অলঙ্ঘনীয় নয়। এবং এখন পুরো বিশ্বই আমেরিকার কপটতা ও দ্বিমুখী আচরণে অতিষ্ঠ এবং চরমভাবে বিরক্ত।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মতে, সন্ত্রাসবাদের বিরেুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ মূলতঃ পুরো বিশ্বের বিরূদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ। এর আওতায় আমেরিকা যেখানে খুশি এবং যার উপর খুশি গোপন নজরদারি করে চলেছে। এক্ষেত্রে তারা শত্রু কিংবা মিত্র তোয়াক্কা করছে না, কোন আইন তারা মানছে না এবং মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার অধিকারকেও বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছে। বস্তুতঃ এর ফলে দেশে কিংবা দেশের বাইরে কেউই প্রকৃত নিরাপদ কিংবা স্বাধীন নয়।

২০০৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী আমেরিকা ৬১,০০০ হ্যাকিং অপারেশন পরিচালনা করেছে। এর জবাবে মুসলিম বিশ্বের শাসকরা বরাবরের মতই নিরবতা পালন করে। তাদের এই নিরব দর্শকের ভুমিকা কোন অংশেই আমেরিকার প্রিজম কর্মসূচির চেয়ে কম জঘন্য নয়। কারণ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধের মূল প্রতিপক্ষ হলো মুসলিমরা। আর তাই আমেরিকার এই গোপন নজরদারি কর্মসূচির মূল লক্ষ্যবস্তু হলো মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষতঃ রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান ঠেকানো। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের 'শাসকেরা' হলো পশ্চিমাদের দাস, আমেরিকার দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা আদর্শের অনুসারি ক্রীড়নক, বিশ্বব্যাপী তাদের মিথ্যা বুলির মুখপাত্র এবং ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু। এ কারণেই মুসলিমদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় আমেরিকার এই হিংস্র থাবা সত্ত্বেও তাদের নিরবতা কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। এই মেরুদন্ডহীন 'শাসকরা' ইতিমধ্যে আমেরিকা কর্তৃক তাদের আকাশ সীমার উপর দখল মেনে নিয়েছে, যেখানে মালি, ইয়েমেন, সুদান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম ভূখন্ডে চালকবিহীন ড্রোন ব্যবহার করে আমেরিকা সাধারণ নিরস্ত্র মানুষদের পাখির মত হত্যা করে চলেছে। এই নির্লজ্জ, বেহায়া 'শাসকরা' একত্রে জড়ো হয়ে আমেরিকার খাতিরে ইসলামের পূণ্যভূমি আল-শাম এ খিলাফতের উত্থানকে ঠেকানোর জন্য সিরিয়ার মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা করার পক্ষে মত দিয়েছে। আর তাই যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শাসকরা তাদের নিজেদের জনগণের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার সেখানে মুসলিম বিশ্বের শাসকদের এহেন নিরবতা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হে মুসলিমগণ, বিজয় সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌'র পক্ষ থেকেই আসে এবং বিশ্ববাসীর উপর আমেরিকার এই অত্যাচারী আগ্রাসনের অবসান খুবই নিকটে। সুতরাং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টাকে বেগবান করুন এবং আপনাদের রক্ষক হিসেবে একজন খলিফাকে নিয়োগ করুন যিনি আপনাদেরকে আপনাদের শত্রুর বন্দুকের নল এবং ক্ষেপনাস্ত্রের নিশানা থেকে রক্ষা করবেন। যিনি আপনাদের মর্যাদা, সম্মান ও আবাসস্থলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন এবং আপনাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। আপনাদের মুসলিম ভাই যারা পৃথিবীর বুকে ইসলামকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের সাথে আপনাদের আহ্বান ও প্রচেষ্টাকে একত্রিত করুন, এবং বলুন: "আমাদের এই কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌'র জন্য, আমাদের এই কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌'র জন্য।" এবং "আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই, হে আল্লাহ্‌! হে মুসলিমগণ, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, আপনাদেরকে আহ্বান করছি আপনারা শায়খ আতা ইবনে খলিল আবু আল-রাশতার নেতৃত্বে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে কাজ করুন যাতে করে কুফরের অন্ধকার থেকে বের হয়ে, ইসলাম ও ন্যায়পরায়নতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আবার পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

০৭ শাবান, ১৪৩৪ হিজরী
১৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্‌ আফগানিস্তান

আফগান প্রশাসনে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসল

আফগান প্রশাসনে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতির বিস্তার আফগানিস্তান ও পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক এখন স্বীকৃত একটি বিষয়। এটি এতটা ব্যাপক যে, সাবেক আফগান কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান আমেরিকায় পালিয়ে যাবার পর হামিদ কারজাই বলে, "দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যা ইচ্ছা তাই করেন, অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশ যেমন ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস কিংবা অন্যান্য দেশে পালিয়ে যান।"

সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে আফগানিস্তানে প্রশাসনিক দুর্নীতি ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২ সালে আফগানিস্তানে ঘুষ লেনদেনের মোট পরিমাণ ছিলো ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯ সালের সাথে তুলনা করলে তা ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। আফগানিস্তান ২০১১ সালে সোমালিয়া, উত্তর কোরিয়া ও মায়ানমারের পর বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ অবস্থানে ছিল । তবে ২০১২ সালে, আফগানিস্তান দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার দেশগুলোকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে।

আফগানদের প্রাত্যহিক জীবনে তাদের বিভিন্ন কাজ করে নেওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হয়, যার ফলে তারা তাদের আয়ের একটি অংশ আফগান প্রশাসনের ঘুষ হিসেবে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। এমনকি তাদেরকে সরকারি কর পরিশোধ, বিদ্যুৎ বিল, নাগরিক সেবা, ইত্যাদির জন্যও ঘুষ প্রদান করতে হয়। আফগানিস্তানের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার দুর্নীতি ও ঘুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কিছু নামমাত্র প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। এই নামমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই ঘুষ-দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে দুর্নীতির আরও বিস্তার ঘটাচ্ছে।

...ঘুষ আর দুর্নীতির মূল কারণই যেহেতু রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, তাই এর সমাধানও করতে হবে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য চিন্তা ও কাজের ভিত্তিকে ইসলাম অনুযায়ী করতে ফরয করেছেন...

হে আফগানিস্তানের মুসলিমগণ!

কেন এমন হল যে কয়েক বছরের মধ্যে আফগানিস্তান শীর্ষ দুর্নীতিবাজ দেশে পরিণত হল ?

আফগানিস্তানের ঘুষ-দুর্নীতির মূল কারণ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক। মূলতঃ বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর আফগানিস্তানে দুর্নীতির প্রবণতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আফগানিস্তান দখল করার পর পশ্চিমা ঔপনিবেশবাদীরা এর জনগণের উপর গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়। এটি আফগানিস্তানের ব্যক্তি ও সামাজিক পরিসরে ধর্ম-নিরপেক্ষ মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে শুরু করে, যার ফলে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনেকগুলো মূল্যবোধের মধ্যে একটি হচ্ছে সুবিধাভোগ যা জীবন যাপন ও কর্মের মানদন্ডের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠে । এর মূল্যবোধ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে তাই যেখানে সর্বোচ্চ সুবিধা বা উপকার লাভ হয়, আর সবচেয়ে সফল ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে পেরেছে। যার ফলে, মুষ্টিমেয় কিছু বাদে আফগানিস্তানের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। ভোগ সর্বোচ্চকরণের প্রতিযোগিতা জীবন যাপনের মানদন্ডতে পরিণত হয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল।

দুর্নীতির দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে ডলার, যা আফগানিস্তান দখলের পর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফগান মুদ্রার ভিত্তিমান হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছে; অথচ ডলারের নিজের মানেরই কোন ভিত্তি নেই। আমেরিকা প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ছাপায়। ডলার নামক এই কাগজটির মুল্যমানের ভিত্তি হিসেবে কিছুই নেই। যার ফলে বাড়তি কাগুজে মুদ্রার যোগান বাজারে মূল্যস্ফীতি বাড়ায় এবং এর ক্রয় ক্ষমতা কমায়। আর যেহেতু আফগান মুদ্রার ভিত্তি মান হিসেবে ডলারকে রাখা হয়েছে তাই এই মুদ্রার মান ডলারের মান কমার সাথে সাথে কমতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আফগান সরকারী কর্মচারীরা তাদের যৎসামান্য আয়ে তাদের ব্যয় মেটাতে সক্ষম হয়না। এই বিষয়টি বস্তুগত সর্বোচ্চ লাভের তাড়নার সাথে মিলিত হয়ে সরকারী কমকর্তাদের ঘুষ গ্রহণে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে গণমাধ্যম ২০১৪ সালে দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার নিয়ে ক্রমাগত বানোয়াট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে, তাদের প্রত্যাহারের ফলে আফগানিস্তান আবার দারিদ্র ও দুর্ভোগের কষাঘাতে জর্জরিত হবে। এটিও আরেকটি কারণ যে লোকজন মনে করছে যেহেতু সামনে দুর্ভোগ আসছে সেহেতু সময় থাকতে দখলদার বাহিনী প্রত্যাহারের পূর্বেই সর্বোচ্চ সম্ভব সম্পদ অর্জন করে নেয়া। আর এই বিষয়টির ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে অগণিত ঘুষ চর্চার বর্তমান যন্ত্রণা আরো তীব্রতর হয়েছে।

শুধুমাত্র আফগানিস্তানই যে গণতন্ত্রায়নের ফলে দুর্নীতিগ্রস্থতার উদাহরণ হয়েছে তা নয়। ইরাকও আরেকটি দেশ যেটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের ফলে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হয়েছে।

হে আফগানিস্তানের মুসলিমগণ!

ঘুষ আর দুর্নীতির মূল কারণই যেহেতু রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, তাই এর সমাধানও করতে হবে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জন্য চিন্তা ও কাজের ভিত্তিকে ইসলাম অনুযায়ী করতে ফরয করেছেন। আল্লাহ্‌সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার (মুহাম্মদ (সাঃ)) উপর ন্যস্ত না করে, এবং কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে তোমার সিদ্ধান্ত মেনে না নেয়।" [সূরা আন্-নিসা : ৬৫]

ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে ঘুষকে নিষিদ্ধ করেছে। যারা ঘুষ নেয় ও দেয় তাদেরকে লানত করছে। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর এর বরাত দিয়ে তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে,

"ঘুষ গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়কেই রাসূল (সাঃ) অভিশম্পাত করেছেন।"

মুসতাদারাক এর বর্ণনায় ছাওবান (রা.) এর বরাতে রাসূল (সাঃ) বলেন,

...১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : হিযবুত তাহ্‌রীর, পূর্ব আফ্রিকা

শোষণমূলক পুজিঁবাদী ব্যবস্থার অধীনে শ্রমিক অসন্তোষ কখনই বন্ধ হবে না

কেনিয়ার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকেরা ৭ম বারের মত আরেকটি ধর্মঘট শুরু করেছে যা ২০০৭ সাল থেকে চলমান। তাদের অভিযোগ হলো সরকার ১৯৯৭ সালের প্রজ্ঞাপন নোটিশ নং-৫৩৪ অনুযায়ী ভাতা বাবদ প্রতিশ্রুত সর্বমোট ৪০ বিলিয়ন অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তারা সরকারের নিকট আরও দাবি করেছে যে বড় ধরনের শিক্ষক সংকট মোকাবেলার জন্য আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগদান করা হোক। যেভাবে আরও অন্যান্য শ্রমিকেরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে বর্তমান অসন্তোষ চলতে থাকবে।

এরই আলোকে, **হিযবুত তাহ্‌রীর,** পূর্ব আফ্রিকা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করছে:

একটি নতুন মাত্রায় বিক্ষোভে রূপ নেয়া এই ধর্মঘট থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দেশে শিক্ষক এবং অন্যান্য শ্রমিকেরা অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা কঠিন হওয়ার কারণেই বেতন-ভাতার জন্য এই আর্তনাদ। কেনিয়ার অর্ধেকেরও বেশী মানুষ দৈনিক এক ডলারের কম আয় দিয়ে জীবন পরিচালনার ব্যয়ভার মেটাচ্ছে। সরকার যেভাবে তার নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব এড়িয়ে চলছে, তাতে শ্রমিকদের যে বেতন তা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে না। জীবন যাত্রার এই দুর্বিষহ অবস্থার কারণ এই কুফর পুজিঁবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা কেনিয়ার সরকার রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করছে যেটা সম্পদের উৎপাদনশীলতার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে যাতে সম্পদ কিছু সংখ্যক সম্পদশালীদের হাতে কুক্ষিগত থাকে। এটি সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্ট যে পুঁজিবাদী সরকারগুলো প্রতিটি জিনিসের উপর কর আরোপের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করে কিন্তু যখন বেতন প্রদানের বিষয় আসে তখন তারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়!! কিন্তু একই সময়ে সরকার পিছনের দরজা দিয়ে এমপি এবং সিনেটরদের উচ্চাভিলাষী আকাঙ্খা পূরণের জন্য এমপিদের প্রতি মাসে সর্বমোট এক মিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং এবং বিলাসবহুল গাড়ী ক্রয়ের জন্য পাঁচ মিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং ঋণ হিসাবে প্রদান করেছে। এটাই পুজিঁবাদ! এটা শুধু জানে কিভাবে সাধারণ জনগণের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে হয় যার সমাপ্তি হয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে তা কুক্ষিগত হওয়ার মাধ্যমে।

সরকারী স্কুলগুলোর নানামুখী সমস্যার মধ্যে শিক্ষক সংকট একটি সমস্যা যা এখন প্রতি স্কুলে মাত্র চার জন করে শিক্ষক পাঠদান করছে। ক্লাস রুমের সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের নিচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে! কেনিয়ার সংবিধান মোতাবেক শিশুদের উন্নত শিক্ষা গ্রহণের যে মৌলিক অধিকার রয়েছে তা ক্ষুন্ন হচ্ছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর,** প্রতিনিয়তই বলে আসছে যে এই মানব রচিত সংবিধান সকালে তৈরি হয় এবং যারা এই সংবিধান প্রণয়ন করে তাদের দ্বারাই এটি আবার সন্ধ্যায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা স্পষ্ট যে এই সমস্যাগুলো গরিব পরিবার থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। রাজনীতিবিদ এবং ধনীর সন্তানেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, বরং তারা সব ধরনের শিক্ষা সুবিধা নিয়ে সবচাইতে ভাল প্রাইভেট এবং ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে অধ্যয়নরত। এ থেকে এটাই প্রকাশিত হয় যে কিভাবে পুজিঁবাদী নেতারা গরীব পরিবারগুলোর সাথে বৈষম্য করে এবং তাদেরকে পৃথক কাতারে রাখে!

পরিশেষে, আমরা বলতে চাই যে, এই পুঁজিবাদী আদর্শ থেকে উদ্ভূত শিক্ষক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে এধরনের অবিচারের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করতে এখনই কেনিয়ার সমাজ বিশেষ করে মুসলিমদের জেগে ওঠা প্রয়োজন। এবং আমরা আরও বলতে চাই যে এই ভ্রান্ত পশ্চিমা আদর্শের প্রত্যাখ্যান এবং সমালোচনার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে জেগে ওঠা সকল মুসলিমদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক (ফরয) কাজ। **হিযবুত তাহ্‌রীর** নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে যে, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টনের ভিত্তির উপর একটি সর্বোত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের রয়েছে। ইসলাম খলিফাকে (ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা) সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা যেমন: অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান পূরণের নির্দেশ দেয়। একইভাবে রাষ্ট্র ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের সেবা যেমন: শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করে। ইসলাম শুধু কেনিয়া নয় সমগ্র বিশ্বের মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং ইসলামের এই পরিপূর্ণ দাওয়াত বহন করা কেনিয়ার মুসলিমদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক (ফরয) কাজ।

শাবানী মাওয়ালিমু
মিডিয়া প্রতিনিধি, হিযবুত তাহ্‌রীর, পূর্ব আফ্রিকা

১৯শাবান, ১৪৩৪ হিজরী
২৮ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

...১৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

আফগান প্রশাসনে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি...

"ঘুষ গ্রহণকারী, প্রদানকারী এবং উভয়ের মধ্যস্ততাকারী সকলকেই আল্লাহ্‌ অভিশম্পাত করেছেন।"

ইসলাম কলুষিত বস্তুবাদী ধারণাগুলি, যা পুঁজিবাদী আদর্শ থেকে উৎপাদিত, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। আর এটা একমাত্র সম্ভব তখনই যখন আমরা কুফর পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে এর নষ্ট মূল্যবোধ উৎপাটন করে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিস্থাপন করতে পারব।

হে আফগানিস্তানের মুসলিমগণ!

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্‌ আফগানিস্তান, আপনাদের ঘুষ দুর্নীতির সত্যিকার ও মৌলিকভাবে সমাধানের প্রস্তাব করছে। ঘুষ দুর্নীতির মূলোৎপাটন একমাত্র ইসলামের বাস্তবায়ন ও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। খিলাফত প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে এবং ঘুষকে চিরতরে বন্ধ করে দেবে। **হিযবুত তাহ্‌রীর,** আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার জন্য। নষ্ট পশ্চিমা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সাথে শরিক হয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়ন করার। যা দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ বয়ে আনবে।

০৫ জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরী
১৫ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট : হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

হে বাংলার তৌহিদী জনতা! মুসলিম হত্যাকারী, নরঘাতক, যালিম হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

গত ৬ মে, ২০১৩ (৫ মে দিবাগত রাত), ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-এর অবমাননার প্রতিবাদে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে জমায়েত, লক্ষ-লক্ষ মুসলিম জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের মদদপুষ্ট, যালিম হাসিনা গভীর রাতের আঁধারে এক বর্বর, কাপুরুষোচিত ও নৃসংশ হামলা ও হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। তার নির্দেশে, রাত ২:৩০ মিনিটে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির ১০ হাজারেরও বেশী সদস্য ভারী অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাজার-হাজার রাউন্ড গুলি বর্ষণের মাধ্যমে ইরাক-আফগানিস্তানে হামলাকারী মার্কিনীদের মতো ক্রুসেডীয় কায়দায় নিরস্ত্র-নিরপরাধ মুসলিম জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর,** ইসলাম ও রাসূল (সাঃ) এর সম্মানের উপর ঘৃণ্য আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণকারী মুসলিম জনগণ ও আলেম-ওলামাদের উপর এমন নির্লজ্জ ও ন্যাক্কারজনক আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং শহীদদের রূহের মাখফিরাত কামনা করছি।

হে শাপলা চত্বরে অংশগ্রহণকারী তৌহিদী জনতা!

এখন আপনাদের কর্তব্য একটাই। আর তা হচ্ছে, আপনাদের আন্দোলনকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একদফা আন্দোলনের দিকে ধাবিত করা। আপনাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ), যাঁর সম্মান রক্ষায় আপনারা রাজপথে রক্ত দিয়েছেন, তিনি (সাঃ) এই খিলাফত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এবং প্রসারের জন্য তাঁর সমগ্র নব্যুয়তকাল সংগ্রাম করেছেন। একমাত্র খিলাফতই রাসূল (সাঃ) এর অবমাননা চিরতরে রুদ্ধ করবে এবং শেখ হাসিনার কাছ থেকে শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং, আপনাদেরকে কাল বিলম্ব না করে, অনেক দেরী হওয়ার পূর্বে, ইসলামবিদ্বেষী হাসিনা সরকার পতনের এক দফা-এক দাবি উত্থাপন করতে হবে এবং রাজপথে থেকে শ্লোগাণ তুলতে হবে – শহীদদের বদলা, নিতে পারে খিলাফাহ্‌; মুক্তির একপথ, খিলাফত খিলাফত; আল্লাহ্‌'র ইবাদত, খিলাফত খিলাফত; রাসূলুল্লাহ্‌'র সুন্নত, খিলাফত খিলাফত; সাহাবীদের ঐক্যমত, খিলাফত খিলাফত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

> ***...সুতরাং, আপনাদেরকে কাল বিলম্ব না করে, অনেক দেরী হওয়ার পূর্বে, ইসলামবিদ্বেষী হাসিনা সরকার পতনের এক দফা-এক দাবি উত্থাপন করতে হবে...***

"নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হচ্ছে সেই ঢাল, যার পেছনে থেকে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [সহীহ্‌ মুসলিম]

আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী প্রকৃত নিষ্ঠাবান সম্মানিত ওলামা-মাশায়েখদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, ৬ মে'র হত্যাকান্ড, নবী-রাসূলদের উত্তরসূরী হিসেবে আপনাদের উপর অর্পন করেছে এক বিরাট গুরুদায়িত্ব। জনগণ সকল ভয়-ভীতি ও বাঁধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে শুধুমাত্র ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসার কারণে রাজপথে নেমে এসে বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে। সুতরাং, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও ঈমানদারদের প্রতি আনুগত্যের পথ থেকে একচুলও বিচ্যুত হবেন না। এই আন্দোলনকে আওয়ামী-বিএনপির ক্ষমতায় টিকে থাকা কিংবা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিবেন না। এই মুহূর্ত থেকে চলমান এই ঈমানী আন্দোলনকে তার সঠিক পরিণতি অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠার একদফা আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। আর যদি তা না করেন, তাহলে এটা হবে আপনাদের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্বের প্রতি বিরাট অবহেলা।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করো..." [সূরা আল-মায়িদাহ্‌ : ০১]

হে দেশবাসী!

আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর,** পুরোপুরি অবগত আছি যে, হাসিনা সরকার ও তার দোসরদের কর্তৃক, ইসলাম ও রাসূল (সাঃ) এর সম্মানের উপর আক্রমণে আপনারাও বিক্ষুব্ধ। এবং হাসিনা সরকারের উপর আপনাদের ক্ষোভ শুধু এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বিগত ৪ বছর ধরে, পিলখানা হত্যাকান্ড, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, হলমার্ক-ডেসটিনি-পদ্মাসেতুসহ সীমাহীন দূর্নীতি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারী এবং তাজরিন ফ্যাশন ও রানা প্লাজায় আপনাদের সন্তান-স্বজনদের নির্মম প্রাণহানী, ইত্যাদির ক্ষোভ আপনারা বুকে চেপে ধরে রেখেছেন। আর কত চুপ থাকবেন?! এই মুহূর্তে যালিম হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজপথে নেমে আসুন এবং দেশের সেনাঅফিসারদের মধ্য হতে আপনাদের বাবা-চাচা, ভাই-সন্তান, আত্মীয়-পরিজনদের নিকট হাসিনা সরকারকে অপসারণ করে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান।

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ!

আর কতদিন আপনারা ব্যারাকে নিশ্চুপ বসে থাকবেন? দেশের মুসলিমগণ ইসলামের জন্য বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে এবং হাসিনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতন্ত্র রক্ষার নামে মার্কিন-ভারতের দালাল, সেনাহত্যাকারী, যালিম হাসিনার গদি রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব নয় বরং তাকে অপসারণ করে ইসলাম ও জনগণকে রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব। ব্যারাকে বসে বসে বন্দুকের নল পরিষ্কার না করে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে শক্তিকে শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করুন। দেশবাসীকে আওয়ামী-বিএনপির ব্যর্থ রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করতে, হাসিনাকে অপসারণ করে, খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমীর শেখ আতা ইবনে খলিল আবু আর-রাশ্‌তা, খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের জনগণ ও মুসলিম উম্মাহ্‌'কে ঐক্যবদ্ধ করবেন। এবং রাসূল (সাঃ)-এর সম্মান রক্ষা, পিলখানা হত্যাকান্ডের বিচার এবং দেশের সেনাবাহিনীকে মার্কিন-ভারতের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করবেন।

২৭ জমাদিউস সানি, ১৪৩৪ হিজরী
০৭ মে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অংশীদারীত্ব সংলাপ দুই ঘাতক সরকারের মধ্যে সংলাপ:

প্রভু আদেশ করে আর ভৃত্য তা পালন করে

গত ২৭-২৮ মে, ২০১৩ ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিতীয় অংশীদারীত্ব সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অংশীদারীত্ব সংলাপ মূলতঃ বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন উপস্থাপন অনুষ্ঠান, যেখানে হাসিনা সরকার তার প্রভু যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিভিন্ন পলিসি উপস্থাপন ও নির্দেশনা গ্রহণ করে। এই সংলাপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি, ব্যবসায় থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ইস্যু পর্যন্ত পলিসি নিয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকে। শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিক ইস্যু, টিকফা, বেসরকারী বিনিয়োগ, গ্রামীণ ব্যাংক, ইন্দো-প্যাসিফিক করিডোর, ভারত ও মায়ানমারের সাথে সম্পর্ক, জলবায়ু পরিবর্তন, নবায়নযোগ্য জ্বালানী, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, পুলিশ ট্রেনিং ইত্যাদি ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায় আলোচনা করতে বাধ্য হয়। এজেন্ডা থেকে বাদ পড়ে এমন ইস্যু খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

...মুসলিম হত্যাকারীরা বাস্তবেই এক অপরের বন্ধু। যাইহোক, এই অংশীদারিত্ব নির্দেশনামূলক ও একতরফা যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশ দিয়ে থাকে আর বাংলাদেশ সরকার তা পালন করে। অথচ বাংলাদেশ কখনও যুক্তরাষ্ট্রের ভুল কর্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র যা ইচ্ছা-খুশি তা করে আসছে...

আলোচনার পূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজেনা বলেছিল, এই সংলাপে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, আওয়ামী-বিএনপির মধ্যকার সংলাপ, হেফাজতের ১৩ দফা দাবী, মানবতা বিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি ইস্যু আলোচনা হবে। তার বক্তব্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পরস্পরের বন্ধু এবং বন্ধুরা সাম্প্রতিক যে কোন বিষয়ে একে অপরের সাথে আলোচনা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দানকারী রাজনীতি বিষয়ক উপ-সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ওয়েন্ডি আর শেরম্যান-এর মতে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সংঘাত নির্বাচনের পূর্বেই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তার ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের সফলতা নিশ্চিতকরণে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে এবং দু'দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বের

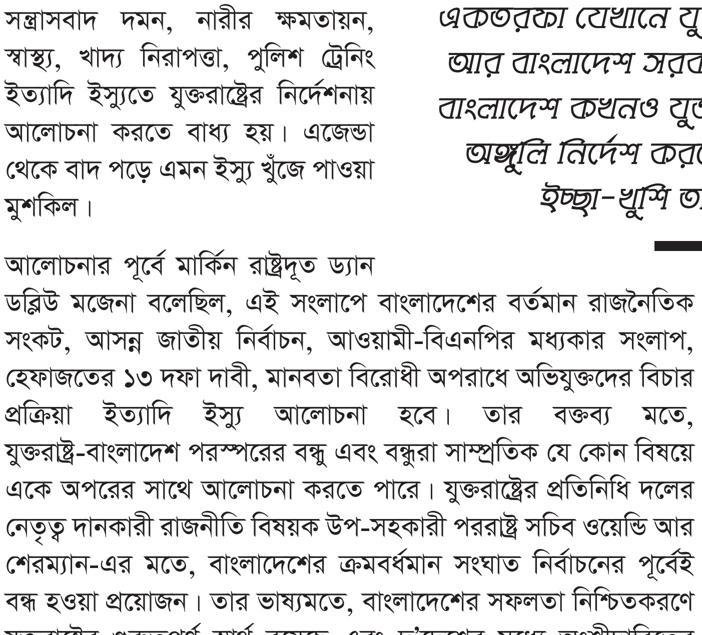

গভীরে রয়েছে তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বন্ধন এবং পারস্পরিক নিরাপত্তার উদ্বেগ ।

যুক্তরাষ্ট্রের বিগত সরকারগুলো ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মুসলিম নর-নারী ও শিশু হত্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসনও বাশার আল-আসাদকে টিকিয়ে রেখেছে যাতে করে সে সিরিয়ায় হাজার হাজার মুসলিম হত্যা করতে পারে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার সরকার দেশের আলেম-ওলামা, হাফেজ এবং সেনা অফিসার হত্যাকারী। মুসলিম হত্যাকারীরা বাস্তবেই একে অপরের বন্ধু। যাইহোক, এই অংশীদারিত্ব নির্দেশনামূলক ও একতরফা যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নির্দেশ দিয়ে থাকে আর বাংলাদেশ সরকার তা পালন করে। অথচ বাংলাদেশ কখনও যুক্তরাষ্ট্রের ভুল কর্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র যা ইচ্ছা-খুশি তা করে আসছে।

হাসিনার সরকার কি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ইস্যু – তথা যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত মুসলিমদের অবস্থা, কিংবা মুসলিম দেশসমূহে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি, পাকিস্তানে ড্রোন হামলা, সিরিয়ায় দেশটির ভূমিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন করেছে? যুক্তরাষ্ট্রের অনুসৃত ভ্রান্ত পুঁজিবাদী আদর্শ দিয়ে সারা বিশ্বকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিধ্বস্ত করা নিয়ে বাংলাদেশ কি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে? যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের নামে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর যে আক্রমণ চালাচ্ছে তা বন্ধ করার দাবি উত্থাপন করেছে কি?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ও আমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা কী তাদেরকে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাচ্ছো অথচ তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে যা আমি তোমাদের প্রতি প্রেরণ করেছি এবং রাসূল ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে শুধু এই কারণে যে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছো..." [সূরা মুমতাহিনা : ০১]

যুক্তরাষ্ট্রের পথ অনুসরণ করে বিশ্ব হতাশা ও ধ্বংস ছাড়া কিছুই পায়নি। আমাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করে ইসলামকে রাষ্ট্রের একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম বিজয়ী হবে এবং খিলাফত রাষ্ট্র সারা বিশ্বের পলিসি কুর'আন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করবে । এতে কোন সন্দেহ নেই। নবী (সাঃ) বলেছেন,

"নিশ্চয়ই এই দ্বীন, দিবা ও রাত্রির সব সীমানায় পৌঁছাবে এবং আল্লাহ্ গ্রাম কিংবা শহরের এমন কোনও আবাসস্থল বাকি রাখবেন না (যেখানে দ্বীন পৌঁছবেনা), এর মাধ্যমে আল্লাহ্ কাউকে ক্ষমতা দেবেন ও কাউকে অপমানিত করবেন। আল্লাহ্'র মহিমায় তিনি ইসলামকে অধিষ্ঠিত করবেন এবং কুফরকে অপমানিত করবেন।" (আহমদ ও ইবনে হিব্বান)

মুহাম্মদ রাইয়ান হাসান

০৫ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

লিফলেট : মহিলা সদস্যবৃন্দ, হিযবুত তাহ্‌রীর, বৃটেন

পশ্চিমা সরকারসমূহ মালালার নারী শিক্ষার সংগ্রামের ঘটনাটিকে ঔপনিবেশিক রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছে

একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থাই উচ্চ মানের নারী শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবে

২০১২ অক্টোবর মাসে ১৫ বছরের পাকিস্তানী কিশোরী মালালা ইউসুফযাই এর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হতভম্ব ও মর্মাহত করেছে। বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠন, পশ্চিমা সরকার ও রাজনীতিবীদরা ফলাও করে একথা প্রচার করে যে, পাকিস্তানে ইসলামপন্থীরাই এ হত্যা চেষ্টার জন্য দায়ী। এবং পশ্চিমা শক্তি নারী অধিকার ও নারী শিক্ষার পক্ষে যুক্তি স্থাপন করে। প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও জাতীসংঘের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ দূত গর্ডন ব্রাউন, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এবং প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্টমন্ত্রী হিলারী ক্লিন্টনসহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংগঠন নারী শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপনের জন্য তার এ সাহসিকতাকে সাধুবাদ জানায়। এ বছরের ১২ জুলাই জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে মালালাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যেখানে তরুণ সমাজের উপস্থিতিতে সে প্রতিটি শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার ও এর গুরুত্ব তুলে ধরে।

পাকিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বে নারী শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা একটি মহতী প্রচেষ্টা। কিন্তু এ মহতী উদ্যোগের বদলে নির্লজ্জভাবে পশ্চিমা সরকারসমূহ, তাদের তাঁবেদার সংস্থা ও রাজনীতিবিদরা মেয়েটির জীবন সংগ্রাম ও হত্যাচেষ্টার ঘটনাকে ব্যবহার করে নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম নারী সমাজে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থী মতবাদের প্রচার ও তাদের ইসলামী জীবনাদর্শ ও পরিচয়কে দুর্বল করার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্তু যেখানে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, তুরস্ক ও উজবেকিস্তানের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নারী ও শিশুরা শুধু তাদের ইসলামী পোষাক হিজাব ও নিকাব পরিধান করার কারণে বিদ্যালয়ে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেখানে মালালাকে সমর্থন ও মুসলিম নারীদের শিক্ষার অধিকার নিয়ে তাদের উদ্বেগের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয় বৈকি। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের রায়ের ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত ফ্রান্স ও তুরস্কের মুসলিম নারীদের পক্ষে এইসব ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও রাজনীতিবিদ কেন তাদের বলিষ্ঠ কন্ঠ ব্যবহার করে না?

পশ্চিমারা মালালার ঘটনাটিকে ইসলামী অনুশাসনের বিরুদ্ধে বহুল প্রচলিত ঠুনকো অভিযোগ অর্থাৎ ইসলাম নারীদের অধিকার বঞ্চিত করে তাদের নির্যাতন করে এটি প্রচারে ব্যবহার করছে। এবং এটাও প্রচার করছে যে, মুসলিম নারীদের এখন পশ্চিমা ধাঁচের নারী মুক্তি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তারা দশকের পর দশক ধরে এসব মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে আসছে যেন মুসলিম বিশ্ব তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঠেকাতে, যা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলবে। ইসলাম নয়, বরং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতিই পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের নারীদের অমূল্য শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ সমগ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আগ্রাসন, উপর্যুপরি বোমা ও ড্রোন হামলায় বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার নারী শিশু হত্যা করা হচ্ছে, যা উক্ত অঞ্চলের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। জাতিসংঘ কমিটি তাদের শিশু অধিকার বিষয়ক রিপোর্টে উল্লেখ করে "২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বিচার আক্রমণ ও বিমান হামলায়" শত শত শিশু নিহত হয়েছে। এসব শিশুদের অধিকার তাহলে কোথায়? এটা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে, এদের মৃত্যু এ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ নিশ্চিতকরণে গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এসব হামলা ও আগ্রাসন এ অঞ্চলে এমন এক নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, যেখানে অপরাধ, খুন, ধর্ষণ, অপহরণ এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণে ভীত সন্ত্রস্ত পিতা-মাতা তাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে এমনকি বাড়ির বাইরে বের হতে দিতে সাহস পাননা। কিভাবে নিরাপত্তাহীন, লাশের স্তুপ, ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধকবলিত একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য একটি সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে? আগ্রাসী শক্তির দখলে যাওয়ার ১০ বছর পরেও আফগানিস্তানের প্রতি ১০ জন নারীর মধ্যে ৯ জনই অশিক্ষিত। এই হচ্ছে সেই পশ্চিমা ধ্বংসাত্মক পররাষ্ট্রনীতির নমুনা, যা মুসলিম নারীদের কাছ থেকে শুধু শিক্ষার অধিকার নয়; বরং তাদের সম্মান, নিরাপত্তা, এমনকি জীবনকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, পশ্চিমা সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো মুসলিম বিশ্বে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ও বিনোদন শিল্প এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উদার সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এ উদার সংস্কৃতি নারীকে যৌন কামনা পূরণের পণ্য হিসাবে উপস্থাপন করে ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পথ সুগম করে নারীদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছে; বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মিশরের মতো মুসলিম জনবহুল রাষ্ট্রে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী, ও অপহরণের মতো ভয়াবহ অপরাধের বিস্তার ঘটিয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে অনেক নারী শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে সাহস পায়না। পাশাপাশি পশ্চিমা ত্রুটিপূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। সুদসহ ঋণের ভারে জর্জরিত এসব রাষ্ট্র কোন ধরনের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে অক্ষম, কারণ তাদের জাতীয় আয়ের বেশিরভাগ ব্যয় হয় সুদসমেত ঋণ পরিশোধে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দ দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি দেশগুলোর নেই। ফলশ্রুতিতে দেশগুলো অপর্যাপ্ত বিদ্যালয়, মানসম্মত শিক্ষায় প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও তাদের আইএমএফের মতো সংগঠনগুলোর নীতি এবং অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনীহার কারণে বহু অভিভাবক অনিচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মাঝে বৈষম্য করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে পকিস্তানের প্রায় ৬০% এবং বাংলাদেশ ও মিশরের প্রায় ৫০% নারীই শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতিই মুসলিম বিশ্বে নারী শিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

নারী শিক্ষার বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিস অনুসারে মুসলিম নারীদের জন্য ইসলাম ও জীবন সম্পর্কে বিদ্যার্জন বাধ্যতামূলক। রাসূল (সাঃ) বলেন, **"সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।"** ইসলাম মুসলিম নারীদের পারিপার্শ্বিক ও বহিঃবিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) শুধু ইসলামী চিন্তাবিদই ছিলেননা; বরং তিনি ছিলেন একাধারে চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও অন্যান্য সাধারণ বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উন্নতির পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও নারী শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা একমাত্র সেই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব যা ইসলামের বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধানই প্রকৃতভাবে কুর'আন ও সুন্নাহ্'র আলোকে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের বিধান অনুযায়ী খিলাফত রাষ্ট্র শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করবে। এটি ইসলামী বিধি ও অনুশাসন মেনে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে, সেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত নারী শিক্ষিকা দ্বারা স্কুল পরিচালিত হবে। খিলাফত শাসনব্যবস্থা নারীদের ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, বিচারক, শিক্ষিকা ইত্যাদি পেশায় উদ্বুদ্ধ করবে। আর এসব কিছুর পেছনে ব্যয় বরাদ্দ করবে খিলাফতের শক্তিশালী অর্থনীতি, যেখানে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে এবং সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা আর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খিলাফত রাষ্ট্র নারীকে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এমন যেকোন ভ্রান্ত ধারণা সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করবে। সবশেষে খিলাফত রাষ্ট্রই শারী'আহ্ আইনের ভিত্তিতে ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে যেখানে নারীরা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে, তাকে কখনও অবমূল্যায়ন করা হবেনা, পুরুষ তাকে নিজের অভিলাষের ভিত্তিতে নয় বরং সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে যার ফলে সমাজে এমন পরিবেশ নিশ্চিত হবে যেখানে নারী ও শিশুরা নিরাপদে পড়াশুনার জন্য ঘরের বাইরে যেতে পারে এবং তাদের কোন প্রকার অধিকার বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। নারী শিক্ষার প্রসারে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে খিলাফত রাষ্ট্র এসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থার অধীনেই নারী শিক্ষার ইতিহাস এত সমৃদ্ধ হয়েছিল, যেখানে মারিয়াম আল ইস্তিরলাবীর মতো মনীষী ১০ম শতাব্দীতে সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান নিরুপণে নক্ষত্রবিদ্যা উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। খিলাফত ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে ফাতিমা আল ফিহ্‌রীর মতো প্রকৌশলী, যিনি মরোক্কোতে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কারাওইন নির্মান করেন। এমন আরো হাজার হাজার নারী চিন্তাবিদ রয়েছেন, যাদের সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় মোহাম্মদ আকরাম আন-নদভীর ৪০ খন্ডের বইয়ে। এতে তিনি খিলাফতের সময়কার ৮,০০০ মুসলিম নারী চিন্তাবিদের জীবনী তুলে ধরেছেন। এই সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থায় কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে নারীরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছেন, যেই অধিকার পেতে পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের আরো বহু শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়। বহু ইসলামী কলেজসমূহে আজকের পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অধিক সংখ্যক নারীরা শিক্ষিকা হিসেবে অবদান রেখেছেন। একমাত্র ইসলামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে এসব সম্ভব হয়েছে। খিলাফতই সেই রাষ্ট্র যেখানে সত্যিকার অর্থে নারীর শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং গঠনমূলক ও চমৎকার একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থা নারী শিক্ষার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, ইন্‌শা'আল্লাহ্।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মালালা নাটকের পান্ডুলিপি পশ্চিমা ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক রচিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও তাদের ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য এটা করছে না। তারা এ অঞ্চলে যে শিক্ষা বিস্তার করছে তা একনিষ্ঠ নয় বরং তাদের উদার, ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ বিস্তারের জন্য, যা আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছে এবং যা কঠোরভাবে বর্জন করা উচিৎ। আমাদের ইসলামের মূল ভিত্তি ও খিলাফত ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার সমূহ নিশ্চিত করা সম্ভব। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্'র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তার নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেনই যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আস সফ্ : ০৮]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মহিলা সদস্যবৃন্দ, বৃটেন

২০ রমজান, ১৪৩৪ হিজরী

২৯ জুলাই ২০১৩, খ্রিস্টাব্দ

...১১ পৃষ্ঠার পর থেকে

...রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভোগান্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের...

জাতিসংঘের শরণার্থী মর্যাদা পেতেই। ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও ব্যর্থ হয়েছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে, তাদের রক্ষার্থে সামরিক বাহিনী পাঠাতে। বিশ্বের মুসলিমরা এইসব মুসলিম শাসকদের মুখোশ উন্মোচন ও তাদের ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহী করতে চায়।

৪. খিলাফত রাষ্ট্রই রোহিঙ্গা মুসলিম নারী-শিশুদের রক্ষা এবং তাদের মর্যাদা সম্পন্ন জীবন দান করতে পারে। খিলাফত ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাগ করে, মুসলমান উম্মাহ্‌কে একত্রিত করে ও সকল নাগরিকদের (হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম) সমান অধিকার নিশ্চিত করে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুর্দশা বর্ণনা করে আসছে পৃথিবীর সকলের কাছে বিভিন্ন মাধ্যমে – ইন্টারনেট গ্রুপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে।

পরিশেষে আমরা মুসলিম ও আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদদের আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য, দুর্নীতিগ্রস্থ ও ব্যর্থ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সঠিক ও বাস্তব রাজনীতির জন্য এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বর্তমান আমীর ও প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ আতা বিন খলিল আল রাশতার নেতৃত্বে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদার আগমনকে সমর্থন জানানোর জন্য। একমাত্র খিলাফতই সিরিয়া, চীন, ফিলিস্তিন, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু শোষণ-নির্যাতনের বাস্তব, সুচিন্তিত এবং সঠিক সমাধান দেবে।

ডা. নাজরীন নওয়াজ

সদস্য, হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিস

২৮ শাবান, ১৪৩৪ হিজরী

০৭ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি – হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

মার্কিন দালাল অত্যাচারী বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সিরিয়ার মুসলিমদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিবাদ সমাবেশ

মার্কিন দালাল অত্যাচারী বাশার আল-আসাদ কর্তৃক সিরিয়ার মুসলিমদের উপর বিভীষিকাময় রাসায়নিক অস্ত্র হামলার প্রতিবাদে **হিযবুত তাহ্‌রীর** আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে। সমাবেশে বক্তাগণের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর অপরাধী বাশার সরকার কর্তৃক সংঘটিত এমন ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষত ক্রুসেডার আমেরিকা ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাশার সরকারকে প্রত্যক্ষ মদদ প্রদানের বিষয়টিও তুলে ধরা হয় এবং তার নিন্দা জানানো হয়। মূলতঃ এদের সবুজ সংকেত পেয়েই বাশার খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সিরিয়ার জনগণের ইসলামী জাগরণকে ব্যর্থ করতে মুসলিমদের উপর ইতিহাসের এমন বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা চালিয়েছে। বক্তাগণ সিরিয়ার মুসলিমদের ইসলামী জাগরণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি আহ্বান জানান। তারা বাশারের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের নামে "আমেরিকা ও পশ্চিমাদের ভাড়াটে সৈনিক" উপাধীর মতো অপমানজনক অর্জন নয় বরং বাশারের বিরুদ্ধে ১ম সারিতে অবস্থান নিয়ে দুনিয়াতে বিরাট সম্মান এবং আখিরাতে পুরষ্কার অর্জনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। সবশেষে সিরিয়ার মুসলিমদের আসন্ন বিজয় এবং বাশার ও তার প্রভুদের আসন্ন পরাজয়ের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট দো'আ করা হয়।

সমাবেশ শেষে দলের নেতা-কর্মীগণ, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া-এর মিডিয়া কার্যালয়ের প্রধান হিসাম আল-বাবা কর্তৃক প্রেরিত নিম্নোক্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি বিতরণ করেন।

দামেস্কের বিভিন্ন এলাকায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে নৃশংস হত্যাকান্ড বিষয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উম্মাহ্'র সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আশ-শামের জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার এটাই যথোপযুক্ত সময়!

এই নরঘাতক এবং তার চক্রান্তের সহযোগী এবং যারা উম্মাহ্'র শত্রু পূর্ব-পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত রাসায়নিক অস্ত্রের মতো বিভিন্ন মারণাস্ত্র দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করেছে, তাদের পরাজিত করার এটাই যথোপযুক্ত সময়!

শোকার্ত মা আর শ্বাসকষ্টে কাতর শিশুদের কান্নার রোল এতটাই প্রবল ছিল যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও পশ্চিমা মারণাস্ত্রের শিকার নারী-পুরুষ-শিশুর মরদেহের স্তুপে দাঁড়ানো স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধাগণ এবং এক আল্লাহ্'তে বিশ্বাসী উন্নত শিরে শোক প্রকাশকারীগণের গর্জনেও তা শোনা যাচ্ছিল। বাশার এবং মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শাসককে লানত বর্ষণ করতে

গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে তারা আল্লাহ্'র নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে জাহান্নামের আগুনই যেন এদের শেষ ঠিকানা হয়। গওতা আশ-শামের এমনই কোন এক বীরের গর্জনে তাদের জীবন-মরণ দশার চিত্র এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে : "আল্লাহু আকবার তোমাদের উপর হে মুসলিমদের অত্যাচারী শাসকগণ, এগুলো নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের লাশ – এরা ইসলামের শহীদ! আল্লাহু আকবার তোমাদের নীরবতার উপর... কোথায় মুসলিম সেনাবাহিনী?" আশ-শামের বিপ্লবে উম্মাহ্ ও তার সমর্থন কোথায়? হে মুসলিমগণ, জল্লাদদের ক্ষমতার মসনদকে কাঁপিয়ে তুলতে কখন তোমরা জেগে উঠবে, কখন সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে?

হে ইসলামী উম্মাহ্, হে বীর ও সাহসী জনগণ, হে দ্বীন ও দ্বীনের সম্মান রক্ষাকারীগণ:

একজন কাপুরুষ তার কর্ম দ্বারা পরিচিত যা তারই মতো নীচ ও জঘন্য। সীমালঙ্ঘনকারী এই সরকার ও তার প্রধানের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তাই, আর যে কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্য অনুযায়ী শিরচ্ছেদ ও অঙ্গচ্ছেদ ছাড়া তাদের প্রতি আর কোন আচরণ নাই:

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে এবং দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে, তাদের শাস্তি হচ্ছে যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হচ্ছে তাদের জন্যে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি।" [সূরা আল-মা'য়িদা : ৩৩]

এই অহংকারী কাপুরুষ বাশার, যে তার পিতার যোগ্য উত্তরসূরী (আল্লাহ্'র লানত বর্ষিত হোক তার উপর), এবং তার পিতা রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণের নামে একটি ষড়যন্ত্রমূলক আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করেছিল। এ কমিশনটি যেন ছিল দক্ষ পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ নয় বরং তার সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবহার তদারকি করার একটি কমিটি! দামেস্কের বিভিন্ন এলাকাজুড়ে পরিচালিত এই হামলা নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, নজীরবিহীন নিষ্ঠুর ও ব্যাপক এই ধ্বংসযজ্ঞই তার প্রমাণ। কাফিরদের সর্দার, ভন্ড ও নিয়মতান্ত্রিক খুনি আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নীতিভ্রষ্টতা ইতিমধ্যে এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছে? আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এসব অস্ত্রের আঘাতে শত শত শহীদ হয়েছে, যার অধিকাংশই শিশু যারা প্রচন্ড ব্যাথা আর যন্ত্রণায় গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করছে। ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্, হে ইসলামী উম্মাহ্, আর কতকাল আপনারা এসব দেখবেন? যতক্ষণ আশ-শামের বাকি জনগণকে হত্যা করা হয়? নাকি পশ্চিমা রাসায়নিক অস্ত্রের দুর্বিপাক আরব উপকূল, মিশর এবং আফ্রিকায়

...০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি – হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

হিযবুত তাহ্‌রীর, পাকিস্তানে তার মুখপাত্র নাভিদ ভাটের অপহরণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান হাইকমিশন বরাবর একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছে

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ, আজ বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্‌ পাকিস্তান, এর পক্ষ থেকে পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসক, জেনারেল কায়ানী বরাবর একটি চিঠি হস্তান্তরের জন্য, যার নির্দেশে জনাব নাভিদ ভাট, ১ বছরেরও বেশি সময় পূর্বে, ১১ মে ২০১২, পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক অপহৃত হন। শুরুতে হাইকমিশনের কর্মকর্তাগণ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতে অপারগতা জানায়। কিন্তু প্রতিনিধিদল তাদের অবস্থানে অনড় থাকেন, যাতে হাইকমিশনার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হক্ব কথা শোনেন। পরিশেষে, হাইকমিশনার ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব আশরাফকে প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিযুক্ত করেন। প্রতিনিধি দলের প্রধান, বছরব্যাপী নাভিট ভাটকে অপহরণ করে আটকে রাখা এবং আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান না দেয়ার তীব্র নিন্দা জানান। না তার পরিবারকে জানানো হয়েছে তাকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে, আর না তাকে আদালতে হাজির করা হয়েছে, অথচ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল তাকে যেন দ্রুত হাজির করানো হয়। অত্যাচারী কায়ানী, যে মূলতঃ পাকিস্তানের আসল শাসক, শুধু মার্কিনীদের প্রতি তার কলঙ্কজনক আনুগত্য ও পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে **হিযবুত তাহ্‌রীর** এবং নাভিদ ভাটের শক্ত অবস্থানের কারণে, দলের বিরুদ্ধে অপহরণের মতো অত্যন্ত ঘৃণিত অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, যা মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর অপরাধীদের হাতিয়ার। ডেপুটি সেক্রেটারী কোন প্রত্যুত্তর ছাড়া নীরবে প্রতিনিধিদলের বক্তব্য শোনেন এবং **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্‌ পাকিস্তান-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠিটি তার সরকার বরাবর প্রেরণে সম্মতি জানান।

কায়ানীর প্রতি চিঠিটিতে দলের পক্ষ থেকে অতিসত্ত্বর নাভিদ ভাটকে মুক্তির জোর দাবি জানানো হয়। এবং কায়ানীকে এই সতর্কবার্তা দেয়া হয় যে, যদি সে নাভিদ ভাটকে মুক্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার জন্য এই অপরাধ এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌'র বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য এক আসন্ন শাস্তি অপেক্ষা করছে, যা খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তার উপর প্রয়োগ করা হবে। পরিশেষে, সংগঠনের পক্ষ থেকে এক কঠোর বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে একে হালকাভাবে না নিতে কায়ানীকে সতর্ক করা হয়, যার ভাষা ছিল নিম্নরূপ,

"তোমার নিরাপত্তাহীন অবস্থা বিবেচনায় রেখে আমাদের সতর্কবার্তাকে হালকাভাবে গ্রহণ না করাই তোমার জন্য উত্তম।

প্রথমত, ভেবে দেখো তোমার একাধিক বার্তার কথা, যা তুমি তোমার গুণ্ডা ও গুপ্তচরবাহিনী দিয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট প্রেরণ করেছিলে – যদি **হিযবুত তাহ্‌রীর** তোমার বিরুদ্ধে বক্তব্যকে হালকা করে, তাহলে তুমিও দলের বিরুদ্ধে অত্যাচারকে হালকা করবে, এমনকি নাভিদ ভাটকে ছেড়েও দিবে! কখনও কী ভেবে দেখেছো, বার বার উচ্চারিত তোমার এসব বার্তা

এটাই নিশ্চিত করে যে তুমি কতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছো? তোমার বার্তাগুলোয় আরও উন্মোচিত হয় যে আমাদের সত্য ও নির্ভীক বক্তব্য কীভাবে তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে; আমাদের মতো তুমিও অবগত আছো যে, মুসলিম অফিসারদের হৃদয়ে ইসলামের অবস্থান কতটা ব্যাপক ও গভীর, যাদের উপর মার্কিনীরা তোমাকে বসিয়েছে। এবং তুমি এটাও অবগত আছো, এসব অফিসাররা তাদের ব্যারাকে ও মেসগুলোতে কীভাবে প্রকাশ্যে তোমার ও তোমার প্রভুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে এবং পাশাপাশি ইসলাম এবং খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয়ত, ভেবে দেখেছো কী, খিলাফত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আহ্বানকারী দলের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে অবস্থান নেওয়ার জন্য মার্কিনীরা তোমার উপর কী ভীষণ চাপ প্রয়োগ করছে। তুমি কী লক্ষ্য করো নাই, ইদানিং সময়ে এই চাপ কী ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে? পাকিস্তান, সিরিয়া কিংবা অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে খিলাফতের প্রত্যাবর্তনের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে, তোমার প্রভুরা ভালো ভাবেই অনুধাবন করেছে যে, খিলাফত খুবই সন্নিকটে, আর তাই এই অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ। ইন্‌শা'আল্লাহ্‌, সেইদিন খুব দূরে নয়, যখন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আমির, আতা ইবনে খলিল আবু আর-রাশ্‌তা, সমস্ত মুসলিমদের খলিফা হিসেবে তোমার বিচার করবেন। এবং মনে রেখো, মুসলিম বিশ্বের অত্যাচারী শাসকদের তালিকায় তোমার অবস্থান সবচেয়ে সঙ্গীন, কারণ তুমি বিশ্বের ৭ম বৃহৎ মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত, যে মুসলিম সেনাবাহিনী খালিদ, সালাহ্‌উদ্দীন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম এর উত্তরসূরী। তাছাড়া তুমি এটাও জানো যে, যখন অত্যাচারী দালালেরা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের সেবাদানে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের পশ্চিমা প্রভুরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দালালদের তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, যাতে উম্মাহ্‌ তাদেরকে নর্দমা, ড্রেন কিংবা আরও জঘন্য জায়গা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে!

তৃতীয়ত, হে পাকিস্তানের অত্যাচারী শাসক, এরপরও যদি তুমি ভাবো যে, পরিবর্তনের এই হাওয়া থেকে তুমি রক্ষা পেয়ে যাবে, তাহলে মনে রেখো, তোমার মতোই বিভিন্ন অত্যাচারী শাসকরা এবং ফেরাউনরা ভেবেছিল আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নয় বরং তারা পৃথিবীতে অবিনশ্বর এবং খোদা। অথচ, তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত করুণ পরিণতিতে পতিত হয়েছে। আর তারা এখন তাদের অন্ধকার দূর্ভাগ্যের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, যা তারা শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে।

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌ তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সবকিছুর একটি নির্ধারিত পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।" [সূরা আল-ত্বালাক: ৩]

১১ শা'বান, ১৪৩৪ হিজরী
২০ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*